যেমন—পানি, পানকে অঞ্চল বিশেষ হানি, হান এবং ঘোড়া, দড়িকে ঘোরা, দরি বলা হইয়া থাকে। একটি তরকারি গাছকেই পর্য্যায়ক্রমে ডাটা, ডাঙ্গা, মাইরা ইত্যাদি বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে "আমি যাব, সে যাবে" বলা হয়, পূর্ব বঙ্গে ঐ অর্থেই আমি যাইমু, সে যাইবে; বলা হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক ভাষার মধ্যে এরূপ কিছু আঞ্চলিক ব্যবধান থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা আসল অর্থে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্যের রূপের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের মাতৃভাষা একই আরবী ভাষার মধ্যেও উল্লিখিত রূপের ব্যবধান ও ব্যতিক্রম বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লার (দঃ) নিকট কোরআন শরীফ কেবলমাত্র কোরায়েশ গোত্রের ভাষার উচ্চারণ ও কায়দার উপরই নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধ-জওয়ান সব রকমের লোকই সবেমাত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যবস্থা সমীচীন ছিল না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গোত্রের লোকদিগকে আরবী ভাষায়ই নিজ নিজ উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন শরীফ পড়িতে অনুমতি দিতেন। কারণ উহাতে অতি সামান্য ও নগণ্য পরিবর্তন হইত, তাও অর্থের পরিবর্তন বিন্দুমাত্রও ঘটিত না—শুধু কোন কোন শব্দের উচ্চারণ, রূপ ও বাক্যের আকার পরিবর্তন হইত মাত্র। আসল আরবী ভাষায় কোরআন অপরিবর্তিতই থাকিত।

মোট কথা এই—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানেই কোরআন শরীফ যাবতীয় উপায়ে সুরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ—জেল্‌দ বা গ্রন্থাকারে একত্রিত ছিল না, দ্বিতীয়তঃ—আরবী ভাষারই বিভিন্ন আকারের উচ্চারণ ও কায়দায় পড়ার অনুমতি ছিল।

খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণের সর্বসম্মত পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দিকটি পূরণ করিলেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সতর্কতার সহিত কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াত ও ছুরাসমূহকে একত্রিতরূপে এক জেল্‌দ বা গ্রন্থ আকারে লেখাইলেন এবং ঐ কোরআন শরীফ জেল্‌দকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দিলেন। উহা রাজধানী মদীনায়ই রহিল; উহা বা উহার অনুলিপি বিভিন্ন দেশে পাঠান হইল না। তাছাড়া খলীফা আবুবকর (রাঃ) কোরআন শরীফকে পূর্ণরূপে একত্রিত করার প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলেন—যেন একটি অক্ষরও বাদ না থাকিয়া যায়। কিন্তু ছুরা সমুহের তরতীব ও স্থান নির্ণয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। কারণ কোরআনের প্রতিটি ছুরা এক একটি অধ্যায় বা প্রবন্ধের মত; কোন গ্রন্থের অধ্যায় বা প্রবন্ধ সমুহের তরতীব ও সংবিধান ব্যবধান হইলে উহাতে অর্থ ও আসল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। এই জন্যই কতিপয় ছাহাবীর নিকট ছুরাসমুহের স্থান নির্ণয় বা তরতীব বিভিন্ন রূপ ছিল। যথা ছাহাবী আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ছুরা "একরা"

তারপর "আল মোদ্দাছ্ছের" তারপর "আল-মোজাম্মেল" তারপর "তাব্বাত" তারপর ছুরা "তাকবীর"—এইরূপে কোরআন নাযেল হওয়া অবস্থার তরতীব রাখিয়াছিলেন। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে ছুরা "বাকারাহ" তারপর "নেছা" তারপর "আল-এমরান" এইরূপে রাখিয়াছিলেন। এই বিভিন্নতায় কোন ত্রুটি আসে না, অবশ্য বাহ্যতঃ একটু বিশৃঙ্খল দেখায়।

তাই খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে খলীফা আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কোরআন শরীফ জেল্‌দখানা সম্মুখে রাখিয়া সাত জেল্‌দ কোরআন শরীফ লেখাইলেন, উহাতে তিনি তৎপর হইলেন। প্রথমতঃ—অধিকাংশ ছাহাবীগণের মতামত লইয়া যতদূর সম্ভব নানা প্রকার প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছুরাসমূহকে প্রকৃত তরতীব ও বিন্যাস মতে রাখার চেষ্টা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—হযরত রসুলুল্লার (দঃ) যামানায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আরববাসী বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন পড়ার যে অনুমতি ছিল, সমস্ত ছাহাবীগণের এজ্‌মা দ্বারা ঐ অনুমতিকে শুধুমাত্র সাময়িক সুযোগ গণ্য করতঃ আগামীর জন্য চিরতরে ঐ অনুমতি রহিত করিয়া দিলেন। আর কোরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দা তথা কোরআনের (নাযেল হওয়ার) আসলরূপে লিখিত সাত জেল্‌দ কোরআন শরীফ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া ইহাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিলেন। এবং অন্য কোন উচ্চারণ ও কায়দায় বা অন্য তরতীবে কাহারও নিকট কিছু লেখা থাকিলে উহা অগ্নিদাহ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন যেন সর্বত্র কোন রকম ব্যবধান ব্যতিরকে অবিকল একই রকম কোরআন শরীফ প্রচলিত হয় এবং অজ্ঞতা প্রসূত কোন বিতর্কের দ্বারা বিভেদের সৃষ্টি না হয়। ইহা খলীফা ওসমানের মহান কীর্তি ও অতি সুফলপ্রসূ পদক্ষেপ ছিল।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনের সঙ্কলন ও সংরক্ষণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। খলীফা আবুবকর উহাকে গ্রন্থরূপে একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থ আকারে সাধারণ্যে প্রচারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বরং রাজধানী মদীনাতে স্বীয় তত্ত্বাবধানেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থাকারে সাধারণ্যে প্রচারের ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তাই তিনি সর্বসাধারণের নিকট "জামেউল কোরআন" "কোরআনের একত্রিকরণকারী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৫৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পারস্য সম্রাট (পরবেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়াঁ) খুসরুর নিকট একখানা লিপি লিখিয়াছিলেন এবং লিপিখানা আবদুল্লাহ ইবনে হোজাফা ছাহাবীর হাতে অর্পণ করিয়া বাহরাইনের শাসনকর্তা (মোনজের ইবনে ছাওয়ার) নিকট পৌছাইতে বলিয়াছিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা ঐ লিপিবাহক সহ লিপিখানাকে পারস্য সম্রাট

খুসরুর নিকট পাঠাইলেন। খুসরু লিপি পাঠ করিয়া (ক্রোধে) উহা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শুনিয়া বদ-দোয়া করিলেন, হে খোদা! তাহারা যেমন আমার পত্রকে টুক্‌রা করিয়াছে তাহারাও যেন অনুরূপ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ধ্বংস হয়।*

৫৮। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৎকালীন বড় বড় রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান জানাইয়া পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট আরজ করা হইল যে, রাজা-বাদশাহগণ শীলমোহরযুক্ত লিপি না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। তখন নবী (দঃ) রৌপ্যের একটি অঙ্গুরীবিশেষ শীলমোহর তৈরী করাইলেন, উহার উপর اللّٰه "আল্লাহ, রসুল, মোহাম্মদ" رسول محمد এই শব্দ কয়টি তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল।+ (আনাছ (রাঃ) বলেন) উক্ত অঙ্গুরী আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অঙ্গুলিতে পরিহিত দেখিয়াছি—এখনও উহা আমার চোখে ভাসিতেছে।

এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে তথায় বসিবে, নচেৎ পিছনেই বসিবে, ফিরিয়া যাইবে না।

৫৯। হাদীছঃ—আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া মসজিদে বসিয়া (তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে) ছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের দিকে আসিতেছিল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং দুই ব্যক্তি মজজিসে হাজির হইল। একজন ভিতরে সম্মুখভাগে জায়গা দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি (ভিতরে ঢুকিবার তৎপরতা দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া) সকলের পেছনেই বসিয়া পড়িল। মজলিস খতম হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তিন ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিলেন—একজন (আল্লার রসুলের তথা) আল্লার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তৎপর হওয়ায় আল্লাহ তাহাকে নিকটেই স্থান লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (অপরকে কোনরূপ বিরক্ত করিতে) লজ্জা বোধ করিলেন; আল্লাহ তায়ালাও (তাহাকে মাহরুম ও বঞ্চিত রাখিতে) লজ্জা বোধ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে সুতরাং আল্লাহও তাহাকে (এই মজলিসের শিক্ষা ও বরকত হইতে) মাহরুম করিয়া দিয়াছেন।

---

* ইতিহাস সাক্ষী যে, রসুলুল্লার (দঃ) দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অচিরেই পারস্য জাতির সহস্র বৎসরের সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস হইয়া তথায় ইসলামী খেলাফত কায়েম হইয়াছিল।

+ নীচের দিক হইতে পড়া হইলে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" হয়।

ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ অধিক জ্ঞানী বা সংরক্ষণকারী হইতে পারে; তাই প্রত্যেকের একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

৬০। হাদীছ :— عن ابى بكرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

.....فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ* عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থ :—আবু বকরা (রাঃ) অতি উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—বিদায়-হজ্জে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবাণীর দিন মিনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ভাষণ দিতেছিলেন; আমি তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। (সেই ভাষণে যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ও মৌলিক দায়িত্বের একটি বিশেষ মূলনীতি বর্ণিত হইতেছিল; তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বক্তব্য-বিষয়ের গুরুত্ব শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য) প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিকার দিনটি কোন্ দিন? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রশ্ন শুনিয়া আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, (আজিকার দিনটি কোন্ দিন ইহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তবে এই প্রশ্নের অর্থ কি?) বোধ হয় এই দিনটির প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ নাম "ইয়াওমুন-নহ'র" (কোরবাণীর দিন) বদলাইয়া দিয়া অন্য কোন নাম প্রবর্তন করিবেন। তাই আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিয়া শুধু এতটুকু আরজ করিলাম যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্বাধিক বেশী জানেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এই দিনটি পবিত্র "ইয়াওমুন নহ'র" নয় কি? (যেই দিনটিকে অতি মহান পবিত্র দিন গণ্য করতঃ পূর্বকাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে এমনকি কাফের বর্বরগণ পর্য্যন্ত উহাতে কেহই কাহারও জান, মাল বা ইজ্জৎ-আবরু হরণ করাকে হালাল মনে করে না।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা পবিত্র ইয়াওমুন-ন'হর। তারপর নবী (দঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাসটি কোন্ মাস? আমরা সকলেই পূর্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ থাকিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম বোধ হয় নবী (দঃ) এই

* বোখারী শরীফ ১০৪৮ পৃষ্ঠায় واعراضكم وابشاركم ও উল্লেখ আছে।

মাসের প্রচলিত নাম বদলাইয়া দিবেন। তাই এবারেও আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্বাধিক বেশী জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এইটি পবিত্র জিলহজ্জ মাস নয় কি? (যে মাসের সর্ববাদীসম্মত পবিত্রতা রক্ষার্থে মানুষ তাহার জীবনঘাতী শত্রুকে পূর্ণ সুযোগে ও বাঘে পাইয়াও তাহাকে নিরাপত্তা দান করিয়া থাকে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয়বার নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটি কোন্ এলাকা? এইবারও আমরা পূর্বের ন্যায়ই ভাবিলাম এবং নীরবতা অবলম্বন করতঃ ঐ আরজই করিলাম। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, ইহা পবিত্র মহান "হেরেম শরীফ" এলাকা নয় কি? (যে স্থানের সম্মান এত বড় যে, সেখানে কোন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং গাছ-পালা বা ঘাস-পাতার পর্য্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা আদি কাল হইতেই হারাম গণ্য হইয়া আসিতেছে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের মনকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া এবং তাহাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া, নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে শুনিয়া মানসপটে অঙ্কিতরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের (তথা প্রত্যেকটি মোসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকের) রক্ত—তোমাদের জান, তোমাদের মাল-সম্পত্তি, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের শরীরের চামড়া পর্য্যন্ত যেরূপে আজিকার মহান ইয়াওমুন-ন'হরের দিনে, এই পবিত্র জিলহজ্জ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত; ঠিক এইরূপেই সর্বদিনে, সর্বমাসে ও সর্বস্থানে হারাম ও সুরক্ষিত গণ্য হইবে। (একে অন্যের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে পারিবে না।) অচিরেই তোমরা আল্লার দরবারে হাজির হইবে; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় আমলের হিসাব লইবেন।

বক্তব্য শেষে নবী (দঃ) শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মহান মূলনীতিটি স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলাম ত? এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিল—হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদা। এই স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকিও। নবী (দঃ) আরও বলিলেন—এই মহান মূলনীতি যাহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছে তাহারা অনুপস্থিতবর্গকে এবং অতঃপর একে অন্যকে কেয়ামত পর্য্যন্ত শুনাইয়া, জানাইয়া, শিক্ষা দিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হইবে যে, আমার বাণীর মুল শ্রোতা (যে অন্যকে শুনাইতে যাইয়া ওস্তাদ হইবে সে) অপেক্ষা তাহার শাগের্দ ঐ বাণীকে অধিক সংরক্ষণ ও কার্য্যকরী করিতে এবং অধিক স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ—রসুলের (দঃ) এক একটি অমিয় বাণীর ভিতরে এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত থাকে যাহা কেহ বেশী বুঝিতে পারে, কেহ কম বুঝে, আবার কেহ মোটেই বুঝে না। তাই

এমন ব্যক্তি যিনি ঐ তত্ত্বজ্ঞান কম রাখেন, তিনি যদি অন্ততঃ অবিকল শব্দগুলি মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া উপযুক্ত শাগের্দকে শিক্ষা দিয়া দিতে পারেন, তবে সেহ উপযুক্ত শাগের্দ রসুলের (দঃ) এক একটি বাণী হইতে শত শত মাছআলাহ-মাছায়েল, রাষ্ট্রের মুলনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী আইন কানুন বুঝিয়া বাহির করতঃ উহা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। তদুপরি একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা ঐ বিষয়টি অমর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সুযোগ পাইবে। কারণ প্রথম শিক্ষা লাভকারী ব্যক্তি তাহার স্মৃতিশক্তি কম হওয়ায় সহজেই উহা ভুলিয়া যাইতে পারে। পরন্তু তাহার নিকট শিক্ষা লাভকারীর স্মৃতিশক্তি অধিক প্রখর হওয়ায় তাহার দ্বারা ঐ বিষয়টি বহুদিন স্থায়ী হইবে এবং প্রচার পরম্পরায় উহা অমর ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে।)

হযরত (দঃ) মোসলেম জাতিকে বিশেষভাবে আরও বলিলেন, (আমি তোমাদিগকে অন্ধকার যুগের মারামারি কাটাকাটি হইতে মুক্ত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ রাখিয়া যাইতেছি।) খবরদার। তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফেরদের ন্যায় পরস্পর মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইও না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছটি বিশ্বমানবের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন একটি সাংবিধানিক-ছনদ ও মুলনীতি যাহা বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপুর্বে কোথাও শোনা যায় নাই। ইহা মানুষের কল্পিত বিষয় নহে, বরং ইহা বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত ও বিশ্বশান্তির অগ্রদুত আল্লার রসুল কর্তৃক প্রচারিত। পরবর্তী যুগে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রই ইহাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রনায়কদের মৌলিক দায়িত্বরূপে এবং রাষ্ট্রেল মুলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

উল্লেখিত নিরাপত্তা-বিধান ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের মৌলিক দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার; যাহারা মোসলেম জাতিভুক্ত তাহাদের এই অধিকার ইসলাম ধর্ম সূত্রে প্রাপ্য এবং যাহারা মোসলমান নয় তাহাদের এই অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের বাধ্যতা ও আনুগত্য সূত্রে প্রাপ্য। অতএব, এই অধিকার সে পর্য্যন্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে যাবৎ কোন মোসলমান স্বীয় ধর্মমত পরিবর্তন পুর্বক "মোরতাদ" প্রমাণিত না হইবে এবং যাবৎ কোন অমোসলেম নাগরিক স্বীয় আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রমাণিত না হইবে।

এই মুলনীতির মধ্যে তিনটি বস্তুর নিরাপত্তা দান তথা এই তিনটি বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্বভার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে—একটি হইল নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার, ইহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্য হক ও ন্যায্য দাবী। আর একটি হইল নিরাপত্তার দায়িত্বভার, ইহা রাষ্ট্রনায়কদের জিম্মাদারী ও তাহাদের ঘাড়ে চাপানো বোঝা। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তথা কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী রাষ্ট্রনীতির মুল বস্তু হইবে "দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বজ্ঞান"। অর্থাৎ—রাষ্ট্রনায়কদের

এই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। এমনকি প্রতিটি নাগরিকের শরীরের চামড়াটুকুও যেন নিরাপদে থাকে এবং অন্যায়রূপে উহার উপর সামান্যতম আঁচড়ও যেন আসিতে না পারে। এই দায়িত্বভার সুষ্ঠুরূপে বহন করাই হইল ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু। যাহারা এই দায়িত্বভার বহন করিয়া কার্য্যতঃ স্বীয় যোগ্যতা দেখাইতে সক্ষম হইবে, একমাত্র তাহারাই রাষ্ট্রনায়কত্বের কুরছীতে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। অন্যথায় কেহ কুরছী আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বর্তমান জগতের মনগড়া রাষ্ট্রনীতির মূলবস্তু সাব্যস্ত করা হয় অধিকারের দাবীকে। এমনকি শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত অধিকারের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও দাবী-দাওয়ার আধিক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে দুনিয়া হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব, শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী দায়িত্বজ্ঞান অর্জনের প্রতি সচেষ্ট হইতে হইবে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে অধিকার প্রাপ্তি আপনা আপনিই আসিতে বাধ্য।

এই হাদীছে তিনটি নিরাপত্তার উল্লেখ হইয়াছে—(১) জান, (২) মাল, (৩) ইজ্জত। ইসলামী আইন ও ধারা-উপধারার ভিত্তি এই মূলনীতির উপরই স্থাপিত।

জানের নিরাপত্তা :

পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে—ইচ্ছাকৃত ঘটনায় খুনের বদলা খুন, কানের বদলা কান, নাকের বদলা নাক, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত এবং জখমের বদলা সমপরিমাণ জখম। ভুল বা অসতর্কতা বশতঃ এরূপ কিছু ঘটিলে তাহার শাস্তিও নির্দ্ধারিত আছে। আলোচ্য হাদীছে دماءكم তোমাদের রক্ত ও ابشاركم তোমাদের চামড়া বলিয়া ঐ নিরাপত্তাকেই বুঝাইয়াছে। ফেকাহ তথা ইসলামী আইন-শাস্ত্রে কিতাবুল-কেছাছ, কিতাবুদ-দিয়াত, কিতাবুল-জেনায়াত ও কিতাবুত-তা'যীরের কতক অংশে এই নিরাপত্তার ধারা-উপধারাই বর্ণিত হইয়াছে।

মালের নিরাপত্তা :

প্রথমতঃ ইসলাম ধন-সম্পত্তি মাল-দৌলতের উপর মালিকের স্বত্বাধিকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দান করে। পবিত্র কোরআনের শত শত বিধান ও আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। যথা—এতিমের মাল-সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার কঠোর আদেশ এবং উহা আত্মসাৎ করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা, তদুপরি আত্মসাৎকারীর উপর ভীষণ আজাব ও শাস্তির সংবাদবাহী অনেক আয়াত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃত খরিদ-বিক্রি (ইত্যাদি) সূত্র ভিন্ন কাহারও ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত আছে। উত্তরাধিকারের বিধান, যাকাত ও হজ্জ ফরজ

হওয়ার বিধান কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইরূপ আরও বহু বিধান কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের স্বীকৃতির স্পষ্টতর প্রমাণ। শত শত হাদীছও এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে اموالكم "তোমাদের ধন-সম্পত্তি" বলিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের সনদ দান পূর্বক উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব ও অধিকার বুঝান হইয়াছে। সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত চোরের হাত কাটার শাস্তি বিধান ও ডাকাতের হাত-পা উভয়কে কাটার শাস্তি-বিধান এবং ফেকাহ্ শাস্ত্রের "বাবুছ্ছারাকাহ্" ও বাবু-কাতয়েত্তরীক, "কিতাবুল গছব" ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত ধারা ও উপধারা সমুহ এই মালের নিরাপত্তার জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অসদুপায়ে অবৈধরূপে অর্জিত ও সঞ্চিত ধনের মালিক ঐ উপার্জনকারী কখনও হইতে পারিবে না। বরং ঐ মাল আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হইবে; ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার শত তওবাও কবুল হইবে না এবং আখেরাতে দ্বিগুণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।

ইজ্জতের নিরাপত্তা: আলোচ্য হাদীছে اعراضكم "তোমাদের আবরু-ইজ্জত" এই শব্দটির দ্বারা উক্ত নিরাপত্তাকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত "হদ্দে-কজফ"— মিথ্যা যেনার তোহমতের দরুন ৮০টি বেত্রাঘাত এবং "হদ্দে-যেনা"— অবিবাহিত পুরুষ বা মেয়ের যেনার শাস্তি ১০০টি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের যেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা, তদুপরি ফেকাহ শাস্ত্রের কিতাবুল-হুদুদ ও কিতাবুত্তাযীরে বর্ণিত ধারা ও উপধারাসমুহ উক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপই প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ইসলামী ism বা নীতি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে উল্লিখিত তিনটি নিরাপত্তা সমান-দান করিয়া থাকে। ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মোসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে এই তিনটি নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা কোরায়েশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন একটি মহিলার দ্বারা চুরি প্রমাণিত হইলে পর তাহার পক্ষে সমুদয় সুপারিশকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান পূর্বক তাহার হাত কাটিয়া দিলেন এবং সুপারিশকারীর প্রতি ভর্ৎসনা করতঃ ক্রোধস্বরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন—(খোদা না করুন—) মোহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতেমাও যদি এইরূপ অপরাধ করে, তবে তাহারও হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সকলের জন্য সমান নিরপেক্ষ ইনসাফ ছিল না। গরীব অপরাধ করিলে তাহার বিচার ও পুরাপুরি শাস্তি হইত, কিন্তু বড় লোকেরা অপরাধ করিলে উহার কোনও বিচার অথবা শাস্তি হইত না কিম্বা হইলেও মনগড়া মতে হইত। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ইনসাফ হয় উহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, মানুষের কথা ও কাজের পূর্বে এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষা আবশ্যক। মানুষ যে বিষয় বলিবে বা যে কাজ করিবে সে বিষয় প্রথম তাহার এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষা থাকিতে হইবে। অতএব মানুষের জন্য এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর বোখারী (রঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন যে, انما العلم بالتعلم এল্‌ম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য যাহা অধ্যয়নলব্ধ হয়। স্বয়ম্ভু জ্ঞানী ও আলেম দ্বারা অসংখ্য ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতিই সাধিত হয়। যেরূপ স্বয়ম্ভু ডাক্তার মানুষের জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ।

দ্বীন ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচ্য তথ্যটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, দ্বীন ও ধর্ম আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রেরিত, তাই উহা রসুলের পরিত্যজ্য সম্পদ ক। উম্মতগণ সেই সম্পদ রসুল (দঃ) হইতে পরম্পরায় লাভ করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। সুতরাং উহার এল্‌ম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য গণ্য হইবে যাহা পরম্পর সূত্রে রসুল (দঃ) পর্য্যন্ত সংযুক্ত হয় এবং তাহা একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই হইতে পারে। দ্বীন ও ধর্মে যাহারা সেই অধ্যয়ন ছাড়া স্বয়ম্ভু জ্ঞানীরূপে গজাইয়া উঠে তাহারা বস্তুতঃ মানুষের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। একটি সুন্দর প্রবাদ—স্বয়ম্ভু ডাক্তার জানের পক্ষে বিপদ, আর স্বয়ম্ভু ধর্ম-জ্ঞানী ঈমানের পক্ষে বিপদ। অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান সম্পর্কেও একটি উত্তম কথা বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন ৩ পারা ১৬ রুকুতে ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আদেশ রহিয়াছে كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ "তোমরা রব্বানী হও"। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "রব্বানী" অর্থ দ্বীন ও ধর্মে জ্ঞানী, আলেম, প্রজ্ঞাশীল; অর্থাৎ "রব্বানী" আখ্যার শ্রেণী ভুক্তির জন্য দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে তিনটি গুণের প্রয়োজন—জ্ঞানী হইতে হইবে, আলেম হইতে হইবে এবং প্রজ্ঞাশীল হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বোখারী (রঃ) একটি চতুর্থ গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা "রব্বানী" শব্দের সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রব্বানী শব্দের মূল "রব্ব"; "রব্ব" অর্থ পোষক ও প্রতিপালক। শিশুদের লালন-পালনে, তাহাদেরে পানাহার দানে ধাপে ধাপে ছোট হইতে বড় ও নরম হইতে শক্তের প্রতি অগ্রসর হইয়া আদর-যত্ন ও কৌশলের সহিত তাহাকে আহার্য্য গলাধঃ করাইতে হয়। সেমতে "রব্বানী" আখ্যার যোগ্য শুধুমাত্র ঐ আলেম যিনি আল্লার বান্দাদিগকে দ্বীনের এল্‌ম ও শিক্ষা ঐরূপ সুকৌশল ও আদর-যত্নের সহিত গ্রহণ করাইতে সদা সচেষ্ট থাকেন। আলেম সম্প্রদায় এই চারিটি গুণধারী হইবেন, ইহাই উক্ত আয়াতের নির্দেশ।

ক এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে একটি হাদীছের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছটির বিবরণ "এল্‌মের ফজিলত" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞান ও নছিহতের কথা এত বর্ণনা করিবে না যে, শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তি আসে

৬১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাদের বাসনা—আপনি প্রতি দিনই আমাদিগকে ওয়াজ শুনান। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন ওয়াজ শুনাইতে এই জন্য বিরত থাকি যে, আমি পছন্দ করি না—তোমাদের মধ্যে ইহার দ্বারা কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা বিরক্তি উপস্থিত হউক। আমি তোমাদিগকে কয়েক দিন পর পর নছিহত করি; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই ভাবেই ওয়াজ-নছিহত করিতেন যেন আমরা বিরক্ত হইয়া না পড়ি।

এই হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও বয়ান করিয়াছেন যে, দ্বীন শিক্ষা দানে লোকদের সুবিধার্থে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে; বেদাত নহে।

৬২ হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা (আল্লার বান্দাদের জন্য) সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করিও না। তাহাদিগকে খোশ খবরী শুনাইয়া আহ্বান জানাও, ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাড়াইবার পন্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক ক্ষেত্রে কথার মূল উদ্দেশ্য ও স্থান বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করায় শুধু বাক্য ও শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা নিছক ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছটি অনুধাবন করার জন্য প্রথমতঃ ইহার দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং ইহার স্থান বিশেষ কি ছিল তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দেশ-বিদেশে ছাহাবীগণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ মোবাল্লেগ—দ্বীন প্রচারক, মোয়াল্লেম—দ্বীন শিক্ষাদাতা, আমেল—শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেন। ঐ সমস্ত প্রতিনিধিবর্গকে হযরত (দঃ) বিশেষ বিশেষ অমূত উপদেশ দান পূর্বক বিদায় করিতেন। আলোচ্য হাদীছটি ঐ বিশেষ অমূতময় উপদেশাবলীর অন্যতম একটি উপদেশ। এই উপদেশ দ্বারা হযরত (দঃ) স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে সর্বসাধারণের সম্মুখে দ্বীন প্রচার, সর্বসাধারণকে দ্বীন শিক্ষাদানে, সর্বসাধারণের উপর শান্তি-শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনার (Administration) ক্ষেত্রে সর্বাধিক জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখা যায়—কোন একটি উত্তম সুন্দর বিষয়কে প্রচার করা হয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ প্রচারকের অনভিজ্ঞতা প্রসূত ত্রুটিপূর্ণ কর্কশ ও কঠোর ভাবধারা এবং অশোভন

অরুচিকর প্রচার পদ্ধতি ও তিক্ত ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদির দরুন মানুষ ঐ বিষয়টিকে আদৌ গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। উহাকে কঠিন বোঝা মনে করতঃ উহা হইতে ভাগিয়া থাকে, বরং উহার প্রকৃত স্বাদ ও সৌন্দর্য্য প্রচারকের তিক্ত উক্তি সমূহের অন্তরালে ঢাকিয়া যাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিষয়টির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অথচ অভিজ্ঞ প্রচারক হইলে সে তাহার ভাব-ভঙ্গিমা, হৃদয়গ্রাহী প্রচার-পদ্ধতি রুচিময় দৃষ্টান্ত ও উপমা সমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত—একটি অতি কঠিন ও কঠোর বিষয়কেও মানুষের প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। শিক্ষা দানের বেলায়ও তদ্রূপই—অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক সহজ শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন বিষয়কেও সহজ হইতে সহজতর করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ অযোগ্য শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরুন বোধগম্য বিষয়ও বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া বসে, ফলে শিক্ষার্থীগণ উহাকে কঠিন মনে করিয়া উহা হইতে ভাগিয়া পলায়ন করে। এইরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন ক্ষেত্রেও ভাল ও সহজ সাধ্য আইন-কানুন বিধি-নিষেধ অনভিজ্ঞ অযোগ্য পরিচালকের অনভিজ্ঞতার ত্রুটিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার দরুন মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, আইনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জন্মিয়া উঠে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। অথচ অভিজ্ঞ ও যোগ্য পরিচালক হইলে সে মানুষকে নিমের বড়িও চিনির ন্যায় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে আইনের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়।

ইমান অধ্যায়ে ৩৫ নম্বর হাদীছে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন الدين يسر "দ্বীন-ইসলাম অতি সহজ"। আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতিনিধিবর্গকে সতর্ক করিয়াছেন—দ্বীন-ইসলাম প্রচারের ও শিক্ষাদানের সময় উহাকে মানুষের সম্মুখে এরূপভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে যেন উহার প্রকৃত রূপ "সহজ হওয়া" স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, মানুষ উহাকে সহজে বুঝিয়া নিতে সক্ষম হয়, মানুষ উহার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। খবরদার! তোমার ভাব-ভঙ্গিমা, তোমার বর্ণনার দরুন আল্লার সেই সহজ মনোমুগ্ধকর দ্বীন-ইসলাম যেন আল্লার বান্দাদের নিকট কঠিন অবোধগম্য বিস্বাদ তিক্ত ও ঘৃণারযোগ্য পরিগণিত না হয়। তেমনি ভাবে ঐ দ্বীন-ইসলামের সহজ সুলভ বিধি-নিষেধগুলি পরিচালনা ও প্রয়োগ করিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহাতে মানুষ উহাকে রহমত মনে করিয়া উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান লাভে সচেষ্ট হয়। খবরদার। তোমার পরিচালন দোষে এবং প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটিতে আল্লার সহজ দ্বীনকে যেন কেহ কঠিন মনে না করে এবং উহার প্রতি আল্লার বান্দাগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া না উঠে।

সারকথা এই যে—আলোচ্য হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা একমাত্র এতটুকু যে, দ্বীন তথা শরীয়তের আদর্শ ও আদেশ-নিষেধাবলীর প্রচার ও শিক্ষাদান এবং উহা জনগণের উপর পরিচালন ও প্রয়োগ করিতে যথাসম্ভব সহজ মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কাট-ছাট করার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

ভালরূপে জানিমা রাখিতে হইবে যে—"শরীয়ত" একটি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের নির্দ্ধারিত নির্দেশিত সমষ্টিগত বস্তু। উহাকে পূর্ণমাত্রায় সকলের গ্রহণীয় করাইবার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এ-কারণেই শরীয়তেব নির্দ্ধারিত কোন একটি সামান্যতর বিষয়ের উপর আঘাত হানিলে নিছক বোকামী বই আর কি হইবে? যেমন—কোন একটি মিক্‌শ্চার ঔষধ রোগীকে সহজে খাওয়াইবার জন্য উহার নির্দ্ধারিত প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মধ্যে কোন প্রকার ছাট-কাট বা রদবদল করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই হইবে। কোন ডাক্তার বরং কোন বুদ্ধিমান লোকই ঐরূপ করিতে অনুমতি দিবে না। হাঁ; প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন অবিকলরূপে ঠিক রাখিয়া যে কোন উপায়ে সহজভাবে উহাকে রোগীর গলাধঃকরণ-ই হইল বুদ্ধিমানের কাজ। এই পরামর্শই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লার বিশেষ নেয়ামত

৬৩। হাদীছ:— عن معاوية رضى الله تعالى عنه يقول قال

النبى صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

وانما انا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله

لا يضر من خالفهم حتى يأتى امر الله.

অর্থ:—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা যাহাকে (দুনিয়া-আখেরাতের) উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল দানের ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের এল্‌ম ও ধর্মজ্ঞান দান করেন। নবী (দঃ) আরও বলেন, আমি বিতরণকারী বই নহি; জ্ঞান ও এল্‌মদাতা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, এই উম্মতের একদল লোক কেয়ামত পর্য্যন্ত দ্বীন ও হকের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবে, কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা:— "আমি বিতরণকারী" বাক্যটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য এই যে, এল্‌ম ও ধর্মজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করেন, কিন্তু যে কোন জ্ঞান ও এল্‌ম প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার তরফ হইতে কি-না, তাহা প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য তখনই হইবে, যখন উহা নবীর (দঃ) মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। তাই কেবলমাত্র নবীর (দঃ) নিকট হইতে উপযুক্ত ওস্তাদ মাধ্যমে বিশ্বস্ত সূত্র-পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিকরূপে শিক্ষা গ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটী এল্‌ম অর্জিত হইতে পারে। কেননা, আল্লার চিরাচরিত নিয়ম ও বিধানই এই যে, নবী এবং নায়েবে নবী—ওস্তাদ ও খাঁটী পীরের মাধ্যমেই জ্ঞান এল্‌ম ও ফয়েজ দান করিয়া থাকেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নবীকেই একমাত্র বিতরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং নবীর তরফ হইতেই উহা হাসিল করিতে হইবে,

অন্য কোথাও উহা পাওয়া যাইবেন না। যেমন—সরকারী কন্ট্রোলের মাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে না।

দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিলে প্রতিযোগী হওয়া

قَدْ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও এল্‌ম হাসিল করিতেন।

৬৪। হাদীছ ঃ—من عبد الله بن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মানব জগতে) প্রতিযোগিতা করিয়া হাসিল করার উপযোগী গুণ মাত্র দুইটি—(একটি সাখাওয়াত বা দানশীলতা, দ্বিতীয়টি হেকমত বা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ) (১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে উহা জমা করিয়া রাখে না, বরং আল্লার রাস্তায় খরচ করার কাজে আজীবন লিপ্ত থাকে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের এল্‌ম তথা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, সে ঐ এল্‌মের দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান করে এবং লোকদিগকে অবৈতনিকভাবে উহা শিক্ষাদান করিতে থাকে এবং লোকদের মধ্যে উহা অযাচিতভাবে অনবরত বিতরণ করিতে থাকে। এই ব্যক্তিদ্বয়ের গুণদ্বয় বিশেষ প্রতিযোগিতার সহিত অর্জনযোগ্য।

এল্‌ম লাভের জন্য খিজিরের নিকট হযরত মুছার সমুদ্রপথে গমন

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এল্‌ম হাসিলের গুরুত্ব দেখাইয়াছেন যে, মুছা (আঃ) বড় মর্তবার হইয়াও তাঁহার অপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তি খাজা খিজিরের নিকট সঙ্কটময় সমুদ্রপথে গমন করিয়াছিলেন এল্‌ম হাসিলের জন্য; যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। ৯৭ নম্বরে অনুদিত সুদীর্ঘ হাদীছ খানা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। হাদীছখানার অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

কোরআনের এল্‌ম দানের দোয়া করা

৬৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের স্থানে গমন করিলেন; আমি তাঁহার জন্য পানি উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। হযরত (দঃ) উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, পানি কে রাখিয়াছে? উত্তরে আমার নাম বলা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

"হে আল্লাহ! তাহাকে কোরআনের এল্‌ম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দ্বীন-ইসলামের সঠিক বুঝশক্তি দান কর।"

কোরআনের এল্‌ম এবং দ্বীনের এল্‌ম ও জ্ঞান যে কত বড় অমূল্য রত্ন এবং উহা যে কত বস্তু ফজিলতের বড় তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় প্রিয়পাত্র স্নেহের ভ্রাতা (চাচার ছেলে) ইবনে আব্বাসের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লার দরবারে এল্‌মে-দ্বীনের জন্যই দরখাস্ত করিলেন। যদি ইহা অমূল্য ধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত না হইত তবে এই ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার নিকট এই জিনিষের প্রত্যাশী হইতেন না।

কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য?

৬৬। হাদীছ ঃ—মাহমুদ ইবনে রবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার স্মরণ আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কূপের পানি ভরা ডোল হইতে পানি মুখে লইয়া (কৌতুক স্বরূপ) আমার চেহারার উপর কুল্লি করিয়াছিলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক।+

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে প্রমাণিত হইল যে, অপরিণত বয়সে এমনকি পাঁচ বৎসরের বালকও যদি তাহার স্মরণীয় বিষয় বর্ণনা করে যাহা তাহার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব, তবে উহা গ্রহণীয়।

এল্‌ম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) দীর্ঘ এক মাসের পথ ছফর করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; একটি হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার "আদাবুল-মোফ্‌রাদ" নামক কেতাবে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এই—

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই সংবাদ জ্ঞাত হইলাম যে, (সিরিয়ায় অবস্থানরত) একজন ছাহাবী একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যাহা তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)

---

* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দোয়া পূর্ণরূপে কার্যকরী হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের (কোরআন ব্যাখাকার) ও দ্বীনের জ্ঞানভাণ্ডার বানাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে হাদীছটি উল্লেখ আছে। অনুবাদে ৫৩১ ও ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দোয়ার শব্দ একত্র করা হইল।

+ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই কুলির বরকতে অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও মাহমুদ ইবনে রবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেহারার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য কিশোরের ন্যায় ছিল।

হইতে শুনিয়াছেন (আমি উহা শুনি নাই)। তাই আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং সমুদয় প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক যাত্রা করিলাম। দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করিয়া সিরিয়ায় পৌঁছিলাম; ঐ ছাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দারোওয়ানকে বলিলাম, সংবাদ দাও যে, জাবের আপনার দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন আসিল আবদুল্লার পুত্র? আমি বলিলাম, হাঁ। তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, একটি হাদীছ সম্পর্কে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি উহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন; আমার আশঙ্কা হইল—উহা শুনিবার পূর্বে আমার মৃত্যু আসিয়া যায় না কি! অর্থাৎ উক্ত হাদীছখানা শুনিবার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং এক মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি।

যে হাদীছটি সম্পর্কে এই ঘটনা উহা বোখারী শরীফ ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—

ويذكر عن جابر عن عبد الله بن انيس—قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان

অর্থ:—জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হয়—তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সকল মানুষকে হাশর-মাঠে একত্রিত করিবেন। অতঃপর সকলকে সম্বোধন করিবেন। সেই সম্বোধনের ধ্বনি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমভাবে শুনিতে পাইবে×। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—একমাত্র আমিই সর্বাধিপতি, কর্মফল দানের ক্ষমতাবান একমাত্র আমিই।

× বোখারী শরীফ ৪৭০ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে—

يجمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس

"কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করিবেন এক বিশাল ময়দানে, এরূপ ময়দান যেখানের প্রত্যেক দর্শক উপস্থিত সকলকে দেখিতে পাইবে (কারণ উক্ত ময়দানে কোন প্রকার উচ-নীচ বা আড়াল থাকিবে না।) এবং প্রত্যেক আহ্বানকারী উপস্থিত সকলকে তাহার কথা শুনাইতে সক্ষম হইবে এবং সূর্য্য অতি নিকটবর্তী হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কালাম বা বাণী প্রদানকালে যাহাকে বা যাহাদিগকে বাণী দান করেন তাহাদের জন্য উহা শ্রবনে নিকটবর্তীতা ও দূরবর্তীতার ব্যবধান হয় না।

পাঠকবৃন্দ। হাদীছ লাভের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করার আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। "এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা" পরিচ্ছেদে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি একটি মাত্র হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল ভ্রমণ করিয়া দামেস্ক শহরে পৌঁছিয়াছিলেন।

শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান করার ফজিলত

৬৭। হাদীছঃ— আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও এল্‌ম দান করিয়া পাঠাইয়াছেন উহার দৃষ্টান্ত—(চৈত্র-বৈশাখ মাসের) প্রবল মৌসুমী বৃষ্টি। যখন উহা ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, তখন নরম ও উর্বর জমিগুলি শস্য-শ্যামল এবং সবুজ তরুলতা ও ঘাস পাতায় পরিপূর্ণ হয়, (যদ্দ্বারা ঐ জমি নিজেও সৌন্দর্য্য লাভে উপকৃত হয়, অপরকেও খাদ্য দান করিয়া উপকৃত করে।) আর যে জমিগুলি নীচু অথচ শক্ত, ঐ গুলিতে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে, (ঐ জমির মধ্যে উর্বরাশক্তি না থাকায় সবুজ ঘাস বা শস্য-শ্যামলতার সৌন্দর্য্য হইতে নিজে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু অন্যে উহা হইতে উপকৃত হয়—) সকলে ঐ পানি পান করে পশুপালকে পান করার এবং ঐ পানির দ্বারা অন্যান্য জমিতে চাষাবাদ করে। আর যে জমিগুলি উষর, পাথরের ন্যায় শক্ত ও সমতল; ঐগুলি (সমতল হওয়ার দরুন পানি জমাইয়া রাখিতে অক্ষম; সুতরাং কেহ উহা) হইতে কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারে না (এবং অনুর্বর শক্ত পাথরের ন্যায় হওয়ার দরুন উহাতে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, তাই) নিজেও সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকে।

উল্লেখিত প্রথম দৃষ্টান্তটি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য যে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে—আল্লাহ তায়ালা যে এল্‌ম ও হেদায়েতের বাহকরূপে হযরত (দঃ)কে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিয়া নিজেও উপকৃত হইয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়া উপকৃত করিয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে সেই এল্‌ম ও হেদায়েতের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই, উহা গ্রহণ করে নাই।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জমি ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে নিজে হেদায়েত ও এল্‌মকে গ্রহণ করিয়া অপরকেও শিক্ষা দেয়; তৃতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ বদনছীব, যে সেই রত্নকে গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। হাদীছের মধ্যে স্পষ্টতঃ এই দুই শ্রেণীরই উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ আলেম-বে-আমল যে নিজে আমল করে না, অপরকে শিক্ষা দেয়। ঘৃণা প্রদর্শনার্থে হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করেন নাই।

দ্বীনের এল্‌ম উঠিয়া অজ্ঞতার প্রাবল্যের আশঙ্কা

রবীয়া (রঃ) নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ✣ বলিয়াছেন—যাহার নিকট এল্‌ম আছে তাহার নিজকে ধ্বংস করা ঠিক নয়। অর্থাৎ আলেম হইয়া এল্‌ম বিতরণ না করা এবং দুনিয়ার লাভে ব্যাপৃত থাকা এবং উহার লালায়িত হওয়া আলেম হিসাবে নিজকে ধ্বংস করারই শামিল।

৬৮। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -

অর্থ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের আলামত—এল্‌ম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, মদ্য পান আরম্ভ হইবে, যেনা বা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি উহা আর লুক্কায়িত বস্তু থাকিবে না।

৬৯। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) একদা বলিলেন, আমি এমন একটি হাদীছ বয়ান করিব যাহা আমার পর (হযরত (দঃ) হইতে সরাসরি শ্রবণকারী) অন্য কেহ বয়ান করিবে না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই—এল্‌ম দুর্লভ হইয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হইবে, নারীর সংখ্যা অধিক হইবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এমনকি এক একটি পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটি নারী আশ্রিতা হইবে।

৭০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের নিকটবর্তী) এল্‌ম উঠিয়া যাইবে অজ্ঞতা ও ফেৎনা-ফাসাদ তথা বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলার আধিক্য হইবে, অতি মাত্রায় কাটাকাটি মারামারি হইবে।

কিভাবে এল্‌ম উঠিবে ?

খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত শাসনকর্তাকে লিখিত নির্দেশ পাঠাইলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহকে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ কর। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এল্‌ম বিলীন হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার বুক হইতে আলেমগণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। তবে ছহীহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ নয়। (আর এল্‌মের প্রসারে তৎপর হওয়া একান্ত

✣ "রবীয়া" মদীনাবাসী একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ইমাম মোজতাহেদ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসার এত বেশী ছিল যে, তিনি সেকালে "মহাজ্ঞানী রবীয়া" নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৩৬ হিঃ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্তব্য।) অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসিতে হইবে। এল্‌ম যখন মুষ্টিমের লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে, তখন এল্‌মের ধ্বংস অনিবার্য্য।

৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এল্‌মকে তাঁহার বান্দাদের নিকট হইতে জবরদস্তি ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমদিগকে উঠাইয়া নিয়া এল্‌ম উঠাইবেন। যখন দুনিয়ার বুকে আলেম থাকিবে না তখন জনগণ জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সরদার নিযুক্ত করিবে এবং সেই সমস্ত জাহেল সরদারদের নিকটই সবকিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে। এবং উহারা কিছুই না জানা সত্ত্বেও ফৎওয়া (—ধর্মীয় বিধানাবলীর রায় ও ফয়ছালাহ) দিবে; যদ্দ্বারা তাহারা নিজেও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইবে, অপরকেও গোমরাহ করিবে। (২০ পৃঃ)

অতিরিক্ত এল্‌ম হাসিল করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোছলমানের উপর যে সব ফরজ-ওয়াজেব রহিয়াছে, ঐ সবের এল্‌ম এবং যে যে কাজ করিবে উহা সম্পর্কে হালাল-হারামের এল্‌ম হাসিল করা ত ফরজে আঈন; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই উহা ফরজ। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত এলমেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলে এইরূপ অন্ততঃ প্রয়োজনীয় মছলা-মছায়েল জ্ঞাত হইতে পারে। ইহা ফরজে কেফায়া—প্রত্যেক অঞ্চলের সকলের উপর সমষ্টিগতভাবে ফরজ।

পশুর উপর থাকিয়া মছআলা বর্ণনা করা*

৭২। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় মিনার ময়দানে জমরা-আক্বাবার নিকটে (উটের উপর) সওয়ার ছিলেন। চতুষ্পার্শ হইতে সর্বসাধারণ তাঁহার নিকট মছআলা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি লক্ষ্য করি নাই—কোরবাণীর পূর্বেই চুল কামাইয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্য কোন গোনাহ হইবে না, এখন কোরবাণী কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি লক্ষ্য করি নাই—কঙ্কর মারিবার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাতে গোনাহ হইবে না, এখন কঙ্কর মার। ঐ সময় যত লোকই কার্য্যাদি অগ্র পশ্চাৎ করিবার মছআলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যেককেই হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—গোনাহ হইবে না, এখন করিয়া লও।+

---

* কোন কোন হাদীছে আছে—"কোন পশুকে বক্তৃতা মঞ্চ বানাইও না।" তাই বোখারী (রঃ) এখানে দেখাইতেছেন যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন পশুকে অধিক কষ্টে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া বক্তৃতা দিবে না, সেই আশঙ্কা না হইলে ঐরূপ করা যায়।

+ হজ্জের আহকাম সমূহে ভুল বশতঃ উলট-পালট করিয়া ফেলিলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু দম (জানোয়ার জবেহ করিয়া কাফ্‌ফারা) আদায় করিতে হইবে।

মাথা বা হাতের ইশারায় মছআলার উত্তর দেওয়া

৭৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—কঙ্কর মারার পুর্বে কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কোনও গোনাহ হইবে না। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কোরবাণীর পুর্বেই চুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিলেন—তজ্জন্য কোনও গোনাহ হইবে না।

নবী (দঃ) একটি প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও কতিপয় বিষয়ের এল্‌ম শিক্ষা দিয়া তাহাদের দেশবাসীকে উহা শিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মোসলমান দ্বীনের এল্‌ম যতটুকু শিখিতে পারে উহা অপরকে শিখাইতে সচেষ্ট হওয়ার কর্তব্য নির্দেশ করা। এখানে ৪৮নং হাদীছের উল্লেখ হইয়াছে।

একটি মছআলার প্রয়োজনেও ছফর করা

৭৪। হাদীছ ঃ—ওক্‌বা (রাঃ) নামক ছাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন। কিছু দিন পর অন্য একটি মহিলা আসিয়া বলিল, আমি ওক্‌বা ও তাহার স্ত্রী উভয়কে দুধ পান করাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ তাহারা দুধ-ভাই বোন, তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না।) ওক্‌বা বলিলেন, আমি এই ঘটনা জানি না এতদিন তুমি আমাকে এই খবর দেও নাই। (শ্বশুর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন; তাহারাও বলিল, আমাদের মেয়েকে সে দুধ পান করাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।) তখন ওক্‌বা (রাঃ) (মক্কা হইতে প্রায় ৩৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া) মদীনায় পৌঁছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উক্ত ঘটনা আরজ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর তুমি কিভাবে ঐ নারীকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? এই কথার উপর ওক্‌বা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন; পরে অন্য স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

পরস্পর পালাক্রমের ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করা

৭৫। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী আনছারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে হাজির থাকার জন্য পালাক্রমের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। একদিন আমি হযরতের (দঃ) দরবারে হাজির থাকিতাম (সে আমার ও তাহার সাংসারিক কাজ-কর্ম দেখিত;) আর একদিন সে রসুলুল্লার (দঃ) দরবারে উপস্থিত থাকিত, আমি তাহার ও আমার সংসার দেখিতাম। যে দিন আমি উপস্থিত থাকিতাম সে দিন অহী ইত্যাদির সমুদয় খবর তাহাকে বাড়ী আসিয়া শুনাইতাম ও শিক্ষাদান করিতাম এবং যে দিন সে উপস্থিত থাকিত সে দিন সে আমাকে শিক্ষা দিত।

এক দিন ঐ ব্যক্তি তাহার পালার দিনে এশার (নামাযের) সময় এক ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়া দৌড়িয়া আমার বাড়ী উপস্থিত হইল এবং দরওয়াজায় প্রবল করাঘাত করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি হতভম্ব হইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিলাম; সে বলিল, এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (ওমর (রাঃ) বলেন—) সে সময় আমাদের নিকট এরূপ সংবাদ আসিতেছিল যে, গাস্‌সান গোত্রীয় কাফের রাষ্ট্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি করিতেছে; আমরা সর্বদা ঐ বিষয়ে শঙ্কিত ও জল্পনা কল্পনারত থাকিতাম। তাই আমি ঐ প্রতিবেশীর আতঙ্কাবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, গাস্‌সানী শত্রু চড়াও করিয়াছে কি? সে বলিল, না—তারচেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; রসুলুল্লার (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া দিতেছেন। তখন আমি (আমার মেয়ে—হযরতের এক স্ত্রী হাফছার নাম লইয়া) বলিলাম—হাফছার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে সর্বহারা ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, এরূপ কিছু একটা ঘটা আসন্ন*। অতঃপর আমি প্রস্তুত হইলাম এবং রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িলাম। নামাযান্তে তিনি একটি (কাঁচা) দ্বিতল কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি হাফ্‌ছার নিকট যাইয়া দেখি, সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, এখন কাঁদ কেন? আমি পূর্বেই তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলাম×। রসুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন কি? সে বলিল, তালাক দেওয়ার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহি, কিন্তু হযরত (দঃ) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া ঐ দ্বিতল কোঠায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পুনরায় মসজিদে আসিলাম; দেখিলাম, মিম্বরের চতুষ্পার্শে কিছু লোক বসিয়া কাঁদিতেছে; আমিও সেখানেই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তালাক দানের বিষয় স্থিরকৃতরূপে অবগতির স্পৃহা আমার ভিতর প্রবল হইয়া উঠিল; তাই আমি হযরতের (দঃ) অবস্থানস্থল ঐ দ্বিতল কক্ষের নিকটবর্তী আসিলাম। সিঁড়ির নিকট একটি হাবশী গোলাম বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলাম—হযরতের (দঃ) খেদমতে আমার প্রবেশের অনুমতি-প্রার্থনা জানাও। সে ভিতরে যাইয়া কথা বলিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি রসুলুল্লার (দঃ) খেদমতে আপনার আগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় মসজিদের মিম্বরের নিকটে লোকদের সঙ্গে আসিয়া বসিলাম। কিন্তু পুনরায় ঐ স্পৃহা আমার ভিতর অধিক প্রবল হইয়া উঠিল, আমি আবার ঐ কক্ষের নিকটবর্তী আসিয়া দারওয়ানকে ঐরূপ বলিলাম। এবারেও সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। আমি মসজিদে আসিয়া বসিলাম এবং তৃতীয়বার

---

* এই আশঙ্কার হেতু ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে।

× যে বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন এবং যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—বিস্তারিত বিবরণ ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

পুনরায় ঐরূপই করিলাম, দারওয়ান এইবারও ঐ কথাই শুনাইল। এইবার যখন আমি কক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু দূরে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দারওয়ান আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়াছেন।

আমি ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখি—হযরত (দঃ) একটি খালি চাটাই-এর উপর খেজুর গাছের ছোবরা ভরা একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়া শায়িত অবস্থায় আছেন। চাটাই-এর উপর কোন বিছানা বা চাদর না থাকায় তাঁহার শরীরে উহার বুনটের রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বসিবার পূর্বেই সালাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর আপনি স্বীয় বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন কি? হযরত (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিলেন, না—তালাক দেই নাই। এতদশ্রবণে আমি উল্লসিত হইয়া আল্লাহু-আকবার বলিয়া হর্ষধ্বনি দিলাম। তারপর আমি তাঁহার মন আকর্ষণের জন্য দাঁড়ান অবস্থায়ই একটি ঘটনার বিবরণ দান করিতে আরম্ভ করিলাম যে—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ) দেখুন। আমরা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয়গণ এইরূপ অভ্যস্ত যে, পুরুষগণ সর্বদাই নারীদিগকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়া থাকি, নারীদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিউত্তর কখনও বরদাশত করা হয় না। কিন্তু মদীনার অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আমরা যখন হইতে মদীনায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন হইতে ধীরে ধীরে আমাদের নারীগণ মদীনাবাসী নারীদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর বলিলাম, এমন কি একদিন আমার স্ত্রীকে আমি কোন একটি বিষয়ে ধমক দিলে সে আমাকে প্রতিউত্তর করিয়া উঠিল, তাহাতে আমি ভীষণ চটিয়া গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল, আমার একটি মাত্র প্রতিউত্তরেই আপনি এরূপ চটিয়া উঠিলেন। অথচ রসুলুল্লার (দঃ) স্ত্রীগণও ত তাঁহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এমনকি কখনও কখনও তাহাদের কেহ কেহ (গৃহের মধ্যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে পৃথক ও দূরে দূরে থাকিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আমি আমার স্ত্রীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, যে-ই আল্লার রসুলের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার কপালপোড়া সর্বহারা হওয়া অনিবার্য্য। এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইয়া হাফছার নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? সে উহা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কপালপোড়া সর্বহারা হইয়াছ; তোমার কি ভয় হয় না যে, আল্লার রসুলের (দঃ) অসন্তুষ্টির দরুন তুমি আল্লার অসন্তুষ্টি ও অভিশাপে পতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে? আমি তোমাকে রসুলুল্লার (দঃ) অসন্তুষ্টি তথা আল্লার অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। খবরদার! কখনও তুমি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট খোর-পোষ ইত্যাদি বৃদ্ধির

দাবী করিবে না, তাঁহার কোন কথার প্রতিউত্তর করিবে না, সর্বদা তাঁহার চরণতলে থাকিয়া জীবন কাটাইবে। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তুমি আমার নিকট দাবী জানাইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ সন্তুষ্টি-ভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুন ঐরূপ কোন কিছু করেও তথাপি তাহার দেখা-দেখি তুমি কিন্তু খবরদার—কখনও ঐরূপ কিছু করিবে না। (এই বাক্যটি দ্বারা) বিবি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছিল; এখানেও হযরত (দঃ) মৃদুহাসি হাসিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিতেছেন, তারপর আমি বিবি উম্মে সাল্‌মার (রসুলুল্লার (দঃ) এক স্ত্রী, ওমর (রাঃ)-এর দুর সম্পর্কীয় খালা) নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ নছীহত শুনাইতে লাগিলাম। তিনি আমার এই ধরণের কার্য্যকে অনধিকার চর্চা আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন—আপনি সর্বস্থানেই স্বীয় অধিকার দেখাইতে চান। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার স্ত্রীবর্গের ব্যাপার সমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাইতেছেন।* তাঁহার এই উত্তরে আমি আমার অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমার ধারণা, ইচ্ছা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। বিবি উম্মে-সাল্‌মার এই ঘটনা শ্রবণে হযরত (দঃ) পুনরায় মৃদুহাসি হাসিলেন।✿

ওমর (রাঃ) বলেন—পুনঃ পুনঃ হযরতের (দঃ) হাসিমুখ দেখিয়া আমার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, তখন আমি বসিয়া পড়িলাম। (তাঁহাকে আমি যে অবস্থায় শায়িত দেখিয়া ছিলাম তাহা পুর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,) এখন আমি তাঁহার কক্ষের চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে তিনটি মাত্র কাঁচা চামড়া এবং চামড়া পাকা করার জন্য বাবলা গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় দরিদ্রবেশে থাকিতে দেখিয়া আমি আমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না— কাঁদিয়া ফেলিলাম; দর দর করিয়া আমার চোখের পানি বহিতে লাগিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ওমর! কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ। পারস্য সম্রাট "কেস্‌রা" রোম সম্রাট "কায়ছর" তাহারা আল্লার উপাসক নয়, আল্লার একত্ববাদীও নয়; তথাপি তাহারা কত রকম আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার সব কিছু দান করিয়াছেন।

---

* আল্লার রসুল (দঃ)কে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করার বিষময় কুফল ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন তারচেয়ে অধিক বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বিবি উম্মে-সালমা (রাঃ) যে সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহাও একটি বাস্তব সত্য। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সুমধুর সম্পর্ক ও দাম্পত্য সূত্রের প্রবণতা দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধকে অপরাধ গণ্য করা হয় না বা বড় অপরাধকেও কতিপয় মামুলী বিষয়রূপে দেখা হয় এবং উহার দ্বারা সংঘটিত অসন্তুষ্টি হইয়া থাকে। যাহা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে মছআলাহও ভিন্ন ধরণেরই।

✿ হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) মৃদুহাসি অপেক্ষা বড় বা অধিক হাসিতেন না।

আর আপনি আল্লার রসুল, অথচ—দরিদ্রবেশী নিঃসম্বল। (ওমর (রাঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে—নিঃসম্বলতা ও দরিদ্রবেশ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইচ্ছাকৃত ছিল ✝; তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই বেশী কিছু বলিতে সাহসী না হইয়া ওমর (রাঃ) এই বলিলেন,) আপনি দোয়া করুন—আল্লাহ আপনার উম্মৎকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করুন।

এযাবৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় শায়িত ছিলেন; ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটি শুনিয়া উহার উত্তরে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ওমরের এই উক্তির প্রতি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক তেজোদৃপ্ত ভাষায় বলিলেন—

أَوَفِىْ شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - اُولٰٓئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

হে খাত্তাবের পুত্র (ওমর)। তুমি এখনও (কি এহেন হীন ধারণার বশবর্তী রহিয়াছ যে—মোসলমানগণ আল্লার প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাহারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের অধিকারী হওয়া চাই? এবং তুমি) এই বিষয়টির প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই কি? যে—রোমীয়, পারসিক ইত্যাদি জাতিগণ যাহারা দুনিয়ার জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে যাহা কিছু সুখ-শান্তি দিবার, তাহা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই দান করতঃ সুখ-ভোগের অংশ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। (কারণ চিরস্থায়ী জীবনের বেলায় তাহাদের পক্ষে সুখ-শান্তির বিষয়ে কোন বিবেচনাই করা হইবে না।) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ

"তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও? যে, অমোসলমানদের জন্য সুখ শান্তি (পাওয়া ভাগ্যে থাকিলে) উহার স্থান হইল একমাত্র ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়; চিরস্থায়ী আখেরাতে সুখ-

✝ তিরমিজি শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন যে—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার জন্য তিনি মক্কা নগরীর কঙ্করময় ভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিতে চান। আমি আরজ করিলাম—হে আমার পালনকর্তা। আমি উহার আকাঙ্খা রাখি না, আমি ভালবাসি এই যে—একদিন আহার করিব, আর একদিন অনাহারে কাটাইব। অনাহারে থাকিয়া আপনাকে স্মরণ করিব, আপনার প্রত্যাশীরূপে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিব এবং আহার করিয়া আপনার শোকর আদায় করিব।

শান্তির লেশমাত্র তাহারা পাইবে না। পক্ষান্তরে মোসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির আসন্ন স্থান হইল আখেরাত; (আর দুনিয়ার অবস্থা তাহাদের বেলায় সাময়িক ব্যবস্থাধীন থাকে।)"

(ওমর (রাঃ) বলেন—হযরতের (দঃ) এই উত্তর শুনিয়া) আমি স্বীয় দুর্বল মনোবৃত্তিসূচক ও হীন ধারণাব্যঞ্জক উক্তির জন্য আল্লার নিকট আমার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ জানাইলাম।

● আলোচ্য হাদীছের মূল ঘটনার আসল তত্ত্ব এই ছিল যে—রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীবর্গের প্রতি কতিপয় পারিবারিক বিষয়ের দরুন রাগান্বিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার মানসে দীর্ঘ এক একমাস কাল তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকা অবলম্বন করিয়া ঐ দ্বিতল গৃহে একাকী অবস্থানরত হইয়াছিলেন; ইহা হইতেই "তালাক দান" খবরের সূত্রপাত হয়। এই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ তালাকের অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত আছে। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটির উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত একটি অমূল্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধ্রুবসত্য বাস্তব তথ্যটি পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এবং আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত আছে। অধুনা এই বিষয়টির প্রতি মোসলমানদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসায় অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই এই বাস্তব তথ্যটিকে ভালরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে এই তত্ত্ব সম্বলিত আয়াত এবং আরও কতিপয় হাদীছ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

কোরআন শরীফের ২৫ পারায় একটি ছুরা আছে—"ছুরা যুখ্‌রুফ"। যুখ্‌রুফ শব্দের অর্থ—জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাস। সেই ছুরার দ্বিতীয় রুকুর শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ - وَزُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থ—যদি এরূপ আশঙ্কা না হইত যে, (লালসার কবলে পতিত হইয়া) জনসাধারণ একই ধরণের (কাফের দলভুক্ত) হইয়া যাইবে, তবে আমি (নানাপ্রকার নিগূঢ় তত্ত্বময় রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে) কাফেরদিগকে ইহজগতের ধন-দৌলত আরও এত বেশী দান করিতাম

যে, তাহাদের গগণচুম্বী অট্টালিকা সমূহের ছাদ, সিঁড়ি ও দরজা-কপাট এবং খাট-পালঙ্গ সব কিছু রৌপ্য (এবং স্বর্ণের) দ্বারা নির্মিত হইত। তাছাড়া আরও কত কত ভোগ বিলাসের সামগ্রী তাহাদিগকে দান করিতাম। কিন্তু (হে মানব! স্মরণ রাখিও) এই সবই শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের সামগ্রী মাত্র। পক্ষান্তরে আখেরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত সুখ-শান্তি (মোসলমান তথা) মোত্তাকীনদের জন্য পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে স্বীয় গৃহ গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য চিরস্থায়ী আখেরাতে শান্তির স্থান নাই। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তিকে ধন-সম্পত্তি গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য আখেরাতে কোন ধন-সম্পত্তি নাই। দুনিয়াতে ধন সম্পত্তি জমা করায় ব্যাপৃত হইবে ঐ ব্যক্তি যাহার বুদ্ধি নাই। (মেশকাত শরীফ)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ভোগ-বিলাসের মধ্যে দেখিয়া উহার প্রতি তুমি লালায়িত হইও না; তুমি জান না সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভীষণ কষ্টে পতিত হইবে। মৃত্যুতুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া যাইবে কিন্তু মৃত্যু ঘটিবে না। (মেশকাত শরীফ)

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, এই ধরণের আয়াত ও হাদীছ সমূহের তাৎপর্য্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য—মোসলমানদের অন্তর হইতে দুনিয়ার লালসা এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ও উহার আকাঙ্খা-স্পৃহার বিলুপ্তি সাধন পূর্বক প্রতিটি মোসলমানের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করা যে, সে যেন আখেরাতের কামিয়াবি তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে তাহার প্রকৃত উন্নতি ও একমাত্র লক্ষ্য বস্তু গণ্য করে। এই উদ্দেশ্যটি মানব কল্যাণের জন্য অমৃত তুল্য, পক্ষান্তরে দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা মানুষের জন্য বিষতুল্য—ইহা একটি বাস্তব সত্য। তদুপরি হাদীছ শরীফেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে—حب الدنيا راس كل خطيئة "দুনিয়ার লালসা তথা ভোগ-বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা সমস্ত অপরাধের মূল।" যত রকম অসৎকর্ম পাপাচার দুষ্কার্য্য ও দুর্নীতি আছে ঐ সবের মধ্যে দুনিয়ার লালসা তথা টাকা-পয়সা, নাম-ধাম, আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের স্পৃহা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করিয়া প্রিয় উম্মতকে দুনিয়ার লালসা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তদুপরি আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহ অন্য আরও এক দিক দিয়া বিশেষ সুফল দায়ক। যে ব্যক্তি এসব বর্ণনা ও তথ্যের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইবে সে দারিদ্র্য বা যে কোন কষ্ট-ক্লেশে, আপদ-বিপদে বিচলিত হইয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে না বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টের আক্রমণে সে আখেরাতের পথচ্যুত হইবে না। বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় বিশাল তরঙ্গমালার সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল তীরপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ইহাই হইল এই ধরণের আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য, কর্ম-জীবনে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রগতির ময়দানে অগ্রসর না হওয়া এইসব আয়াত ও হাদীছের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধুনা মোসলমান সমাজের একদল লোক যাহারা কোরআন-হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধা কম রাখে, যাহারা কোরআন হাদীছ বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করে না। তাহারা না বুঝিয়া বা ইস্‌লামের শত্রু কুচক্রিদের প্ররোচনায় লোকচক্ষে কোরআন-হাদীছকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ধরণের আয়াত ও হাদীছের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে যে—এই সব আয়াত ও হাদীছ মোসলমানদের উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা দান করিয়া থাকে। তাহারা যদি মোসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস হইতে অজ্ঞ না হইতে তবে কখনও এইরূপ কুউক্তি করিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ইহার বিপরীত, কারণ এইসব আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রথম শ্রোতা ছাহাবায়ে-কেরামগণ অনাহারে থাকিয়া, পেটে পাথর বাঁধিয়া বাবলা গাছের পাতা খাইয়া, নগ্নপদে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতঃ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, শত শত দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়াও দুনিয়া-আখেরাতের যে বিরাট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন আমরা উহার স্বপ্নও দেখিতে পারিব না। এসব কাল্পনিক কাহিনী বা ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব সত্য ঘটনা। খন্দকের জেহাদ, যাতুর রেকার জেহাদ, জায়শুল-খাবাতের জেহাদ, তবুকের জেহাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ খুঁজিয়া দেখুন। ছাহাবা-কেরামদের মধ্যে এই প্রেরণা এবং এত কর্মক্ষমতা কিরূপে আসিয়াছিল? একমাত্র এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারাই ছাহাবীগণ দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা হইতে আত্মশুদ্ধি হাসিল করার তাঁহাদের অন্তরে যে অপরাজেয় মনোবল এবং অদম্য জযবা ও অনুপ্রেরণা হাসিল হয় তদ্বারাই তাঁহারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও কামিয়াবি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফলকথা এই যে, এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হইল, দুনিয়ার লালসা ও ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা। আর দ্বিতীয়টি হইল কর্মজীবনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টার ময়দানে অগ্রসর হওয়া। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল প্রথমটির বিলুপ্তি সাধন করা; দ্বিতীয়টির নহে। বরং যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে প্রথমটি হইতে পবিত্র ও শুদ্ধ করতঃ রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণিত তথ্যকে পূর্ণ অনুধাবন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, দুনিয়ার ধন দৌলত, টাকা-পয়সা তাঁহাদের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা যেহেতু আখেরাত তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে স্বীয় লক্ষ্যস্থল রূপে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাই যেমন কোনও আপদ-বিপদ তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না তেমনিভাবে ধন-দৌলত সুদ-সম্ভোগও তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না। বরং তাঁহারা সমস্ত ধন-দৌলত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদকেও ঐ রাস্তায়ই নিয়োগ করিবেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন—

نه مرد ست آنکه دنیا دوست دارد — اگر دارد برائے دوست دارد

"ঐ ব্যক্তি মানুষ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়, যে দুনিয়া তথা ধন-দৌলতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ ঐ ব্যক্তি যে ধন-দৌলত পাইয়া সর্বোপরি বন্ধু যে আল্লাহ সেই আল্লার রাস্তায় উহাকে নিয়োগ করিয়াছে। মাওলানা রুমী (রঃ) বলিয়াছেন—

آب در کشتی هلاک کشتی است — آب اندر زیر کشتی پشتی است

"নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করিলে সেই পানি নৌকার ধ্বংস টানিয়া আনিবে, কিন্তু নৌকার তলার নীচে থাকিলে উহা নৌকার জন্য সাহায্যকারী হইবে।

ধন-দৌলতের সহিত মানবের সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপই। হৃদয়ের বাহিরে (হাত পায়ের দ্বারা অর্জিত ও সঞ্চিত হইয়া সৎকাজে ব্যয়িত হইতে) থাকিলে উহার দ্বারা ইহ-জীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের উন্নতি সাধন কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের ভিতরে অর্থের মায়া প্রবেশ করিয়া কারুনের ধনের মত কেবল পুঁজি হইয়া থাকিলে তদ্দ্বারা জীবনের ধ্বংস সাধনই হইবে।

শিক্ষা বা নছীহত দান কালে রাগ করা

৭৬। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি জমাতে শামিল হইতে পারি না, কারণ সে নামায অত্যধিক লম্বা করিয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া নবী (দঃ) এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহাকে তদ্রূপ রাগান্বিত হইতে আর কখনও দেখি নাই। তিনি রাগতঃস্বরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের অনেকে এরূপ কাজ করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের কাজ হইতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এরূপ কার্য্য হইতে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায যেন অত্যধিক লম্বা হইয়া না পড়ে।* কারণ জমাতের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণও থাকে।

৭৭। হাদীছঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পথে পাওয়া বস্তুর বিষয় মছআলাহ জিজ্ঞাসা

---

* দ্বীনের কাজের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বর্তমান যুগে অনেকে এইরূপ হাদীছের দ্বারা ভুল ধারণা জন্মাইয়া লয় যে, "ইন্না আ'তাইনা", "কুলহু আল্লাহ" ইত্যাদি ছোট ছোট ছুরা দিয়াই নামায পড়াইতে হইবে। কিন্তু এরূপ হাদীছের পূর্ণ ঘটনা উপলব্ধি করিলেই ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। এশার নামাযের মধ্যে আড়াই ছিপারা ব্যাপী ছুরা বাকারার মত লম্বা কেরাতের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী ছিল এবং এই সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) নিজেই এশার নামাযের জন্য ১১, ১৫, ১৯, ২১ আয়াত বিশিষ্ট ছুরা সমূহের নাম বলিয়া উহা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য কেরাতের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সুন্নতরূপে নির্দ্ধারিত আছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে নামায আদায় করা ইমামের কর্তব্য।

করিল। তিনি বলিলেন, (প্রকৃত মালিকের পরিচয় লাভের জন্য) থলিয়া ও উহার বন্ধনের দড়ি ইত্যাদি (নিদর্শন সমূহ) ভালরূপে দেখিয়া লও, তৎপর এক বৎসর পর্য্যন্ত ঢোল-শোহরত দ্বারা খবর করিতে থাক। অগত্যা মালিকের সন্ধান না পাইলে (নিজে গরীব হইলে বা অন্য কোন গরীবের প্রতি) উহা খরচ করিতে পার। কিন্তু খরচ করার পর যদি মালিক আসে তবে তাহাকে উহা আদায় করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, উটের (মত এত বড় জানোয়ারের) বিষয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? উহা কখনও তোমার প্রত্যাশী নয়; উহার ভিতরে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, হাঁটিয়া চলিবার ক্ষমতা উহার আছে এবং সে নির্বিঘ্নে মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়াইতে পারে। তুমি উহাকে আটকাইয়া রাখিও না অমনিতেই উহার মালিক উহার সন্ধান পাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হারান বকরীর বিষয়ে কি বলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, (উহার হেফাজত করা চাই;) কারণ, হয় তুমি বা অন্য কেহ উহার হেফাজতকারী হইবে, নচেৎ উহা বাঘের খোরাক হইবে।

মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা

৭৮। হাদীছঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অনাবশ্যক অতিরিক্ত প্রশ্নাবলীতে বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত ভাবে) বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা হোজাফাহ।✿ অপর এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা ছালেম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্রোধান্বিত হইয়া বার বার বলিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা কর। (আর সরল-মনা লোকগণ রসুলুল্লার (দঃ) ক্রোধাবস্থা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারার উপর রাগের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আরম্ভ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমরা (আল্লাহ ও রসুলের অসন্তুষ্টির কাজ হইতে) তওবা করিতেছি; আমরা আল্লার প্রতি রব্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পয়গাম্বর হিসাবে পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিতেছি। (তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ সরল-সঠিকভাবে পালন করিয়া যাইব, অনাবশ্যক প্রশ্নাদি করিব না।) এইরূপ বলিতে থাকায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষান্ত হইলেন।

✿ এই প্রশ্নকারীর অবস্থা ছিল এই যে, তাহাদের আকৃতি তাহাদের পিতার ন্যায় না হওয়ায় ব্যঙ্গ করিয়া উপহাস স্বরূপ তাহাদিগকে অন্যের ঔরষজাত বলিয়া ইঙ্গিত করা হইত। সেই জন্যই তাহারা প্রশ্ন করিল; যেন রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ফরমান অনুযায়ী সকলে ঐরূপ কথা হইতে বিরত থাকে।

প্রয়োজন বোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা

৭৯। হাদীছ ঃ--আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন কিছু বয়ান করিতেন, তখন (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাগণ যাহাতে তাঁহার বক্তব্য উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া লইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া) পুনঃ পুনঃ তিনি বর্ণনা করিতেন। আর কোন লোকদের নিকট আসিলে (ক্ষেত্র বিশেষ) তিনবার সালাম করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ— তিনবার সালাম কথা প্রসঙ্গটি বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য ; নিম্নে বর্ণিত স্থানসমূহ উহার উপযোগী গণ্য হইতে পারে। যথা—(১) কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সালামের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করা শরীয়তের বিধান। সেস্থলে প্রথমবারে উত্তর না পাইলে দ্বিতীয়বার সালাম করিবে, তখনও উত্তর না পাইলে তৃতীয়বারও সালাম করা চাই। প্রথমবারেই ফিরিয়া আসা কিম্বা তৃতীয়বারের পরেও অনর্থক অপেক্ষা করা উচিত নয়। (২) গৃহাভ্যন্তরিস্থিত ব্যক্তির নিকট যাওয়াকালীন প্রথমে অনুমতি প্রার্থনার সালাম, সাক্ষাতে দ্বিতীয় সালাম এবং কার্য্য সমাপ্তে বিদায়কালে তৃতীয় সালাম করিবে। (৩) কোন বড় মজলিসে বা জনসভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকাকালে সভার প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষভাগের প্রতি সালাম করিতে পারে। (৪) অনেক বড় সভায় দাঁড়াইয়া আবশ্যক বোধে ডাইনে বায়ে সম্মুখে সালাম করা যায়। (চতুর্থটি শরহে তারাজেম—শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর কেতাবে এই হাদীছেরই ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে।)

পরিবারবর্গকে এবং ভৃত্যকেও দ্বীন শিক্ষা দিবে

৮০। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। (১) যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাছরানী ছিল, সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনিয়াছে (২) ঐ ক্রীতদাস গোলাম যে আল্লার হকও আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হকও আদায় করে। (৩) যাহার নিকট কোন ক্রীতদাসী ছিল (যাহাকে সে এমনিতেই ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু) সে তাহাকে ভালরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছে, উত্তমরূপে দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছে, তারপর তাহাকে আজাদ করিয়া বিবাহ করতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দান করিয়াছে, ঐ ব্যক্তিও দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে!

এই হাদীছ বর্ণনাকারী একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'মের শা'বী (রঃ) তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিতেন, তোমরা বিনা ক্লেশে এত বড় হাদীছ পাইলে ; পূর্বের যমানায় এর চাইতে ছোট একটি হাদীছের জন্যও মানুষ বহু দূর দেশ হইতে পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় আসিত।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম ব্যক্তি ঈমান ও দ্বীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লার প্রতিটি হক তথা প্রতিটি ফরজ-ওয়াজেব ও শরীয়তের হুকুম পালনে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। তৃতীয় ব্যক্তি ক্রীতদাসী আজাদ করায় দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে।

নারীদেরে দ্বীন শিক্ষা দানে বিশেষ তৎপরতা

৮১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অবশ্য হযরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ আমার না থাকিলে আমার ভাগ্যে তাহা জুটিত না, কারণ তিনি বয়কনিষ্ঠ ছিলেন। এক ঈদের দিন আমি হযরতের সঙ্গেই বাহির হইলাম। যে স্থানে নিশান বা পতকা উড্ডীন ছিন—নবী (দঃ) ঐ স্থানে আসিলেন এবং নামায আদায় করিলেন, তারপর খোৎবা (তথা ইসলামী ভাষণ) প্রদান করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, পেছনে উপবিষ্টা মহিলাগণ হয়ত তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই ; এই ভাবিয়া তিনি বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে নছীহত করিলেন ও আল্লার রাস্তায় খরচ করার আহ্বান জানাইলেন। নবী (দঃ) মহিলাদিগকে দানের প্রতি পুনঃ উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গ। মহিলারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে লাগিল, আর বেলাল (রাঃ) ঐগুলিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

নারীদের শিক্ষার জন্য ভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করা

৮২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা মহিলাগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, পুরুষদের জন্য আমরা আপনার নিকটবর্তী হইতে পারি না। অতএব আপনি কেবলমাত্র আমাদের জন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। সেমতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে তাহাদের নিকট একদিনের ওয়াদা করিলেন। তিনি সেই দিন তাহাদের নিকট যাইয়া ওয়াজ নছীহত করিলেন এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী শুনাইলেন। তাহাদিগকে তিনি যে সব নছীহত শুনাইলেন তন্মধ্যে ছিল—তোমাদের মধ্যে যে কেহ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠাইয়া দিবে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হইলে যে মাতা ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিবে) তাহার জন্য ঐ শিশু সন্তানগুলি দোযখের অগ্নি হইতে ঢাল স্বরূপ রক্ষাকবচ হইয়া দাঁড়াইবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, দুইটি সন্তান হইলে ? রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন হাঁ—দুইটি সন্তান হইলেও ঐরূপ হইবে।*

---

* তিরমিজী শরীফে আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ; যাহার দুইটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হইবে আল্লাহ তাহাকে ঐ মছিবতে ধৈর্য্য ধারণের প্রতিদানে বেহেশতে দাখেল করিবেন। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, একটি সন্তান মরিলে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, একটি সন্তান মরিলেও তদ্রূপই হইবে।

শ্রোতা কোন কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে

৮৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে কোন বিষয় শুনিয়া অনুধাবন করিতে না পারিলে, পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন—(কেয়ামতে) যাহার হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিতেছেন—"যাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব অতি সহজ হইবে এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে হিসাবের ময়দান হইতে বেহেশতের দিকে চলিয়া আসিবে। (এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হিসাব-নিকাশ হওয়া সত্বেও একদল লোক বেহেশতে যাইবে, কোনও শাস্তি ভোগ করিবে না)। নবী (দঃ) বলিলেন, এই আয়াতে যে বিষয়কে হিসাব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিসাব নহে, বরং উহা শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য কৃত আমল-নামা উপস্থিত করা মাত্র। (উহার উপর জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ত তলব হইবে না। সে জন্যই উহাকে "সহজ হিসাব" আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কারণ উহা নামে মাত্র হিসাব। আসলে হিসাব লওয়া হইবে না।) কিন্তু (প্রকৃত প্রস্তাবে "হিসাবে লওয়া" বলা হয়) হিসাবদাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হইলে; (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন) সে পরিত্রাণ পাইবে না। (কারণ আল্লাহ তায়ালার নিকট এরূপ কড়াকড়িভাবের হিসাব দিয়া কে বাঁচিতে পারে?)

আলেমের নিকট কোন এল্‌ম লাভের সুযোগ পাইলে অনুপস্থিতকে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য

দ্বীনের শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ার কর্তব্য নির্দেশই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই পরিচ্ছেদের মূল বাক্য—ليبلغ الشاهد الغائب "উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌছাইয়া দিবে"—স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন। উক্ত ভাষণের হাদীছখানা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছখানা দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায়-হজ্জ পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এতদ্ভিন্ন আবু বকর (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন যাহার অনুবাদ ৬০নং হাদীছরূপে হইয়াছে।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণেও হযরত (দঃ) এই বাক্যটি বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নম্বরে উহা অনুদিত হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ

৮৪। হাদীছ ঃ— سمعت عليا قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ .

অর্থ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার নামে মিথ্যা বলিও না, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলিবে সে নিশ্চয় দোযখে যাইবে।

৮৫। **হাদীছ** — যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— আব্বা! আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে হাদীছ বর্ণনা করেন না কেন—যেমন অমুক অমুক ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি সর্বদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্যে থাকিতাম বটে, কিন্তু (আমি সতর্কতা স্বরূপ তাঁহার নামে হাদীছ কম বর্ণনা করিয়া থাকি। কারণ,) আমি শুনিয়াছি, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি (সতর্কতা হেতু) বেশী হাদীছ বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকি। কারণ, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৭। **হাদীছ ঃ**—عن سلمة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَن يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

অর্থ—ছালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৮। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারূপে কোন কিছু আমার সম্পৃক্ত করিবে সে যেন জানিয়া রাখে, নিশ্চয় তাহার ঠিকানা দোযখে হইবে।

এলমের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা+

৮৯। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণের মধ্যে কাহারও নিকট আমার চাইতে বেশী হাদীছ থাকিতে পারে না, তবে হাঁ—আবদুল্লাহ ইবনে আমরের

+ এই পরিচ্ছেদে একটি সন্দেহ দূর হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এরূপ প্রমাণ পওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক এবং বিশেষ কারণাধীন ও ব্যাপক আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রতি ছিল। বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

নিকট হয়ত থাকিতে পারে✿। কারণ, তিনি লিখিয়া রাখিতেন; আমি তাহা করি নাই।

৯০। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগকালীন অসুস্থতা যখন অধিক বাড়িয়া চলিল তখন তিনি বলিলেন—কাগজ কলম আন; আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়া দেই যদ্দ্বারা তোমরা পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে। (হযরতের যাতনা লক্ষ্য করিয়া) ওমর (রাঃ) (ভাবিলেন, রসুলুল্লার (দঃ) রোগ যন্ত্রণা এই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি উম্মতের মহব্বতেই এরূপ বলিতেছেন; তবে তাঁহার কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করা আমাদের কর্তব্য। তাই তিনি) বলিলেন, আমাদের নিকট আল্লার কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ সহ যাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন) সেই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারে ছাহাবীগণের মতানৈক্য দেখা দিল এবং কথা কাটাকাটি বাড়িয়া গেল। তখন নবী (দঃ) সকলকে বলিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও—আমার সম্মুখে বসিয়া বিবাদ করিও না। তোমাদের বিবাদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম বিষয়ে তথা আল্লার সাক্ষাৎ-ধ্যানে আমি মগ্ন আছি; আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও।

তারপর ইহজগৎ ত্যাগের পূর্বে নবী (দঃ) তিনটি বিষয়ের বিশেষ আদেশ করিলেন—(১) মোশরেক-পৌত্তলিদিগকে আরব ভূখণ্ড হইতে বহিষ্কার করিয়া দিও। (২) বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলের অতিথিবৃন্দকে উপহার দিও যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম। তৃতীয়টি স্মরণ নাই।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশেষ অনুতাপের সহিত বলিলেন—বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যদ্দরুণ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালীন লিপি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ঘটনার পরও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৩ ৪ দিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু কিছু লিখিয়া দিবার অভিপ্রায় পরে আর প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কোনও নূতন বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। নতুবা কোন বাধাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে উহা হইতে বিরত রাখিতে পারিত না। ওমর (রাঃ) ঠিক এইরূপ ভাবিয়াই রসুলুল্লার (দঃ) কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করাকে অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার পর এই দিনই (আছাহ্হুছ-ছিয়ার দ্রষ্টব্য) অথবা শনি কিম্বা রবিবার জোহর নামাযান্তে হযরত (দঃ) মাথায় পটি

✿ আমাদের নিকট যে সংখ্যার হাদীছ পৌঁছিয়াছে তাহাতে উক্ত সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত নহে। আবু হোরায়রার (রাঃ) হাদীছ সংখ্যা ৫৩৬৪। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রাঃ) হাদীছ সংখ্যা ৭০০।

বাঁধিয়া অতিকষ্টে স্বীয় মসজিদে বিশেষ ভাষণও দান করিয়াছিলেন যাহা হযরতের শেষ ভাষণ ছিল। ঐ ভাষণে হযরত (দঃ) অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন; হয়ত যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সেই ভাষণেই হযরত বলিয়া দিয়াছেন। ভাষণটির বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্বে" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে।

এতদ্ভিন্ন মতানৈক্যের উক্ত ঘটনার পর নবী (দঃ) তিনটি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হাদীছেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; অতএব আরও কিছু তাঁহার বলিবার থাকিলে তাহা নিশ্চয় তিনি পরে বয়ান করিতেন।

মোসলেম শরীফে আছে—এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রাঃ)কে আদেশ করিলেন, তোমার বাপ-ভাইকে ডাকিয়া আন; আমি (খেলাফতের বিষয়) লিখিয়া দিয়া যাই, যেন অন্য কেহ আকাঙ্ক্ষা না করে। কিন্তু পরে হযরত নিজেই বিরত থাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং মোসলমানগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও (খলীফারূপে) গ্রহণ করিবেন না।

এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়টির প্রমাণে আরও দুইটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে শরীয়তের কয়েকটি মছআলাহ লিখিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে আছে—আবু শাহ নামক ব্যক্তিকে হযরত (দঃ) তাঁহার ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণ লিখিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৩ নম্বরে প্রথম হাদীছটি এবং তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয়ের ভাষণে দ্বিতীয়টি অনুদিত হইবে।

জ্ঞানের কথা বা নছীহত রাত্রিকালে শিক্ষা দেওয়া

৯১। হাদীছঃ— উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ছোবহানাল্লাহ। এই রাত্রিকালে কত বিপদাপদ ও বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা দুনিয়ার উপর নামিয়া আসিতেছে এবং কত প্রকার রহমতের ভাণ্ডারও খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। (অর্থাৎ—এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা ও রহমত লুটিবার প্রতি অসগ্রর হওয়া কত জরুরী। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় যে, মানুষ নির্বোধ বেখেয়ালের ন্যায় এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা করিয়া সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটাইতেছে।) ঘরে যাহারা শুইয়া আছে তাহাদিগকে (তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য) জাগাইয়া দাও। (অর্থাৎ—তোমরা সকলে এই সময় আল্লার প্রতি ধাবিত হইয়া এই সব বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার ও আল্লার রহমত লুটিয়া আনিবার প্রতি সচেষ্ট হও।) বহু লোক এই দুনিয়াতে সাজ-শয্যা ও বেশ-ভূষায় আবৃত আছে, কিন্তু (তাহাদের নিকট নেক আমল ন. থাকায়) আখেরাতে তাহারা উলঙ্গ (অর্থাৎ একেবারে নিঃসম্বল) অবস্থায় উঠিবে।

ব্যাখ্যা :— দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে দেখা যায়, রাত্রিকালে আগামী দিনের সমুদয় কার্য্যবলীর প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং দিনের বেলা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ-কর্মের ব্যস্ততায় কাটে। সৃষ্টির স্বভাবও তদ্রূপই ; সেই জন্যই বোধ হয় শরীয়তে প্রত্যেক রাত্রিকে উহার পরের দিনের সহিত গণনা করা হয়। আগামী দিনে দুনিয়ার বুকে যত প্রকার বিপর্য্যয় বা উন্নতি, আপদ-বিপদ বা সুখ-শান্তির ঘটনা ঘটিবে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী উহার প্রোগ্রাম রাত্রিকালেই তৈয়ার করেন।

স্বাভাবিক কার্য্যপদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়, যখন যে উপলক্ষ্য দেখা যায় ঠিক তখনই সে উপলক্ষ্যের কাজ কর্মের উপযুক্ত সময় বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং রাত্রিকালে যখন আগামী দিনের ভাল-মন্দের প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতে থাকে, তখন নিদ্রায় বিভোর না থাকিয়া আগামী জীবনের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও উন্নতি লাভের চিন্তা-সাধনায় মগ্ন হওয়া উচিত।

আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় যত সাধক, আওলিয়া দরবেশ আধ্যাত্মিক দৌলত লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকেই এই রাত্রিকালের সাধনা ও আরাধনার দ্বারাই সবকিছু সন্ধান পাইয়াছেন।* মুসলমানদের সোনালী যুগে ক্ষমতা বা ধন-সম্পদের অধিকারীগণও উন্নতির জন্য রাত্রিকালের ঐ মধুর সময় স্বীয় পালনকর্তার প্রতি একাগ্রচিত্তে মগ্নতা অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিতেন। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরআনে খাঁটী মোমেনদের স্বভাব বর্ণনায় বলেন—

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا.

"মধুর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আরাম-আয়েশের বিছানা ত্যাগ পূর্বক তাহারা ভয়ের আতঙ্ক ও আশার আলো লইয়া পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং তাঁদের পরেও অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী, ক্ষমতা ও পদের অধিকারী, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ এই নীতি অবলম্বনেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* গওছে-আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)কে "সাঞ্জার" নামক দেশের বাদশাহ এই মর্মে এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—আমি আমার রাজ্যের "নিমরুজ" নামক বিরাট এলাকাকে আপনার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ আপনার খানকার জন্য ওয়াকফ্ করিয়া দিতে চাই। গওছে আজম (রঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না, বরং উহার প্রতি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ উত্তরে ইহাও লিখিলেন যে—

زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب — من ملک نیم روز را بیک جو نمی خرم

"যখন হইতে আমি গভীর রাত্রির মধুর রাজত্বের খোঁজ পাইয়াছি, তখন হইতে আপনার নিমরুজের ন্যায় রাজত্বকে একদানা যবের মূল্যও দান করি না।"

শয়তান অতিশয় চতুর ও দূরদর্শী; আল্লাহ ও আল্লার রসুল (দঃ) যে পথ দেখাইয়া মানবকে উন্নতির দিকে নিয়া যাইতে চান, শয়তান ঠিক সেই পথটির মুখেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর আমরাও শয়তানের সেই বেড়াজালসমূহকে ছিন্ন করতঃ ঐ রাস্তায় অগ্রসর না হইয়া নির্বোধের মত ধ্বংসের পথেই পরিচালিত হইয়া থাকি। আজ আমরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করিলেই বা কোন প্রকার ক্ষমতা ও পদের অধিকারী হইলেই উন্নতির উৎস ঐ রাত্রিকালের সময়কে ক্লাবে ও বেশ্যালয়ে মদ্যপান গান-বাজনা ও রং-তামাসা ইত্যাদিতে কাটাইয়া থাকি; এই অবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার গজব নামিয়া আসিবে না কেন? কালক্রমে মুসলিম জাতির অধঃপতন এই পথেই ঘটিয়াছে।

রাত্রিবেলায় এল্‌ম চর্চা করা*

৯২। **হাদীছ ঃ—** ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ জীবনে একদা এশার নামাযান্তে আমাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ? এই রাত্রে দুনিয়ার বুকে যত মানুষ আছে (এমনকি এইমাত্র যে জন্মগ্রহণ করিল) আজ হইতে একশত বৎসরের মাথায় উহাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মানুষের জন্য এই দুনিয়া যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সরল ও বাস্তব সত্যটির প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অন্য এক হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের বয়স "ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" সাধারণ বয়সের মাত্রা ইহাই, উর্দ্ধে উঠিলে একশতের মধ্যে; ইহার চাইতে অধিক অতিশয় নগণ্য।

এল্‌ম কণ্ঠস্থ করায় তৎপরতা

৯৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সকলেই বলে—আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বেশী বর্ণনা করে। মোহাজের ও আনছার ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ঐ পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করেন না যে পরিমাণ আবু হোরায়রা বর্ণনা করে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লার নিকট সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে; কোরআন শরীফের দুইটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য না করিলে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করিতাম না। তারপর তিনি ان الذين يكتمون ما انزلنا আয়াতদ্বয়+ তেলাওয়াত

---

* এক হাদীছে এশার পর রাত্রি জাগরণ নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ইহাতে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইয়াছেন যে, এল্‌ম চর্চায় এশার পরেও রাত্রি জাগরণ দূষণীয় নহে। এল্‌ম চর্চাকারীগণ ফজর নামাযের লক্ষ্য নিশ্চয় রাখিবে।

+ আয়াতদ্বয়ের অর্থ ঃ—মানব জাতির জন্য আমার প্রেরিত হেদায়েতের সরল ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে যাহারা লুকাইয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি আল্লার এবং সকলের লা'নত ও অভিশাপ। অবশ্য যাহারা ঐ স্বভাব হইতে তওবা করিয়া সংশোধিত হইবে এবং ঐ সব প্রকাশ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন। (১ পারা ২ রুকু)

করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আমাদের মোহাজের ভাইগণ বাজারে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকিতেন, আনছার ভাইগণ কৃষিকর্ম ও গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আর আমি (আবু হোরায়রা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সর্বদা লাগিয়া থাকিতাম। অন্যেরা যখন অনুপস্থিত তখনও আমি উপস্থিত এবং অন্য কেহ যাহা না রাখিত আমি উহা (বিশেষ যত্নের সহিত করিয়া) স্মরণ রাখিতাম।

৯৪। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি আপনার অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু স্মরণ রাখিতে পারি না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদখানা বিছাইলাম, তিনি উহার উপর হাতের অঞ্জলি ভরিয়া কিছু দান (করার ন্যায় হস্ত চালনা) করিলেন এবং ঐ চাদরখানা আমার সীনার সঙ্গে মিলাইতে আদেশ করিলেন ; আমি তাহাই করিলাম। এই ঘটনার পর আর আমি হযরতের কোন কথা ভুলি নাই।

আরও একটি ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে বলিলেন, আমার বক্তব্য শেষ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় কাপড় বিছাইয়া রাখিবে, তারপর নিজ বক্ষে সেই কাপড়টি আলিঙ্গন করিবে সে আমার বক্তব্য কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ আমি গায়ের কম্বলটা বিছাইয়া রাখিলাম ; বক্তব্য শেষে কম্বলটি বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম ; সত্য সত্যই হযরতের বক্তব্যের কিঞ্চিৎও আর আমি ভুলি নাই। (২৭৪ পৃঃ)

প্রথম ঘটনাটি ত স্পষ্টতই ব্যাপকরূপে হাদীছ স্মরণ রাখার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঐরূপই ছিল, কিম্বা শুধু ঐ বিশেষ বক্তব্যটি স্মরণ রাখার জন্য ছিল।)

৯৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এল্‌মের দুইটি থলিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। একটি থলিয়া (দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধীয়,) বিতরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় থলিয়াটি (এমন এল্‌ম যাহা প্রচার করিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন নাই ; প্রকাশ করিলে সাধারণের বিশেষ কোন ফলও হইবে না, বরং উহা) প্রকাশ করিলে (এক শ্রেণীর লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে ; ফল কিছু হইবে না, বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া) আমার গলা কাটা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— দ্বিতীয় থলিয়ায় কি প্রকারের এল্‌ম ছিল তাহার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইতে হইবে না। স্বয়ং ছাহাবী আবু হোরায়রার নানাপ্রকার ইঙ্গিতেই উহা প্রকাশ পায়। রসুলুল্লাহ, ছাহাবী, খোলাফা বা শাসনকর্তাদের পর হইতে যে সমস্ত বিপথগামী ও অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব হইবে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সে সকলের নাম, ঠিকানা ও সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ঐ সকল নাম-ঠিকানা আবু হোরায়রার

কণ্ঠস্থ ছিল। ছাহাবী শাসনকর্তাদের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐ সমস্ত বিপথগামী শাসকদের সময় নিকটবর্তী হইলে পর আবু হোরায়রার মনে সব কিছু জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহা প্রকাশে ফল হইবে না, বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবে, তাই তিনি ঐ সবের বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন।

আলেমগণের বক্তব্য চুপ করিয়া শুনা উচিত

৯৬। **হাদীছ ঃ**—জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, সকলকে চুপ থাকিতে বল। তারপর হযরত (দঃ) ফরমাইলেন হে মোসলমানগণ। আমার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে তোমরা কাফের-দের কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।

কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—কে বেশী এল্‌ম রাখে? তবে কি উত্তর দিবেন?

৯৭। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—এক দিন মুসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইলেন। (তাঁহার ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া) এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি অপেক্ষা বড় আলেম আর কেহ আছেন কি? এবং সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? মুছা (আঃ) বলিলেন, সবচেয়ে বড় আলেম আমি নিজকেই মনে করি। (প্রশ্নের উত্তর ঠিকই ছিল, কারণ মুছা (আঃ) নবী ছিলেন এবং দ্বীনের এল্‌ম নবীর সমান কাহারও হয় না। কিন্তু সরাসরি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিলেন না। ঐ প্রশ্নের উত্তর সর্বজ্ঞ আল্লার প্রতি হাওয়ালা ও ন্যস্ত করতঃ الله اعلم অর্থাৎ এ বিষয়ে আল্লাহই বেশী এবং ভাল জানেন; এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু মুছা (আঃ) তাহা করেন নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)এর প্রতি অহী পাঠাইলেন, হে মুছা! আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছে; দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে তাঁহার দেখা পাইবে। তিনি তোমার চাইতে অধিক এল্‌ম রাখেন। মুছা (আঃ) আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! কি করিয়া আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (তাঁহার তালাশে বাহির হও,) সঙ্গে থলিয়ার মধ্যে একটি ভাজা মৎস্য লইয়া লও। যে স্থানে যাইয়া ঐ মৎস্যটি জীবিত হইবে এবং তোমার নিকট হইতে নিখোঁজ হইয়া যাইবে ঠিক উহারই আশে-পাশে আমার ঐ বান্দাকে পাইবে। মুছা (আঃ) তাঁহার খাদেম "ইউশা"কে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া থলিতে একটি ভাজা মৎস্য লইলেন। মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিয়া দিলেন, মৎস্যটি নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সংবাদ দেওয়া তোমার বড় কাজ। খাদেম বলিল, আপনি আমাকে বেশী কাজের চাপ প্রয়োগ করেন নাই।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় চলিতে চলিতে এমন এক-স্থানে পৌঁছিলেন যথায় একটি বিরাট পাথর ছিল। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা উভয়েই পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। (মুছা (আঃ) নিদ্রিতই ছিলেন, ইত্যবসরে ইউশা জাগিয়া দেখিতে পাইলেন,) মৎস্য জীবিত হইয়া থলি হইতে সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আল্লার কুদরত—এই মৎস্য সমুদ্রের পানিতে যতদূর চলিল পানির মধ্যে একটি ছিদ্র রহিয়া গেল। খাদেম ভাবিলেন, মুছার (আঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিব না। (তিনি জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে জ্ঞাত করিব। খোদার শান—এমন একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মুছা (আঃ) জাগ্রত হইলে পর তাঁহার নিকট উহা বলিতে ইউশা ভুলিয়া গেলেন।) আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রি চলিয়া যখন ভোর হইল তখন মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিলেন, এবার চলিতে চলিতে খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছি, নাশ্‌তা আন। মুছা (আঃ) মৎস্যের ঐ ঘটনার পূর্বে কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেহেতু মৎস্যের ঘটনার স্থানটি তাঁহার নির্দেশিত গন্তব্যস্থল ছিল, উহা অতিক্রম করার পরই তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। খাদেম বলিল—হায়! আপনি ত জানেন না—আমরা যখন পাথরের নিকট শুইয়া ছিলাম তখন মৎস্যের এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; শয়তানই তাহা উল্লেখ করা হইতে আমাকে ভুলাইয়াছে। মৎস্যের পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। মৎস্যের চলন-পথে পানির মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, উহাই ত সেইস্থান, যে স্থানের খোঁজে আমরা বাহির হইয়াছি। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পুনরায় চলিত পথে ফিরিলেন এবং সেই পাথরের বরাবর আসিয়া দেখিলেন, গভীর সমুদ্রে পানির উপর সবুজ রং মখ্‌মলের বিছানায় আল্লার একবন্দা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন।* তিনি ছিলেন খাযের (আঃ) (সাধারণতঃ যাঁহাকে খিযির বলা হয়)। মুছা (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, (মোসলমান বিহীন) এই দেশে সালাম কিরূপে? মুছা (আঃ) বলিলেন, (আমি এদেশীয় নই) আমি মুছা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বনী-ইস্রায়ীলের নবী মুছা? মুছা (আঃ) বলিলেন—হাঁ। তারপর মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আপনার আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন? তিনি বলিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে এক প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহার রহস্য

---

* আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফে ১২ জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৮৯ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত রেওয়ায়েত হইতে আরও তথ্য অনুবাদে শামিল করা হইয়াছে।

আপনি অবগত নহেন এবং আপনাকে আল্লাহ অন্য প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহা আমি আপনার মত জানি না।*

মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই থাকিব, আপনার কোন আদেশের ব্যতিক্রম করিব না। তখন খিযির (আঃ) মুছা (আঃ)কে বলিয়া দিলেন, আপনি আমার নিকট কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না, যে পর্য্যন্ত না আমি নিজে উহা ব্যক্ত করি। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পার হওয়ার জন্য নৌকার সন্ধান পাইতেছিলেন না, এমন সময় একটি নৌকা তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া যাইতেছিল, তাঁহারা নৌকা চালকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নৌকা-চালক খিযির (আঃ)কে চিনিতে পারিয়া বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়া লইল। নৌকা চলাকালীন একটি চড়ুই পাখী নৌকার বাতায় বসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একবার কি দুইবার ঠোঁট মারিল। খিযির (আঃ) বলিলেন, হে মুছা! এই চড়ুই পাখীটার ঠোঁটে লাগিয়া সমুদ্রের যতটুকু অংশ আসিয়াছে আমার ও আপনার সমস্ত এল্‌ম আল্লাহ তায়ালার এল্‌মের তুলনায় ততটুকু অংশও হইবে না। তারপর খিযির (আঃ) নৌকার একখানা

---

* খিযির (আঃ)-এর নিকট যে বিষয়ের এল্‌ম ছিল, উহা ছিল সৃষ্টি-রহস্যের এল্‌ম। উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক তথা আখেরাতের কোনও উন্নতি ত হয়ই না, দুনিয়াতেও মানব কল্যাণ সম্পর্কীয় কোন উন্নতি, যথা—চরিত্র গঠন, নৈতিক চরিত্র সংশোধন বা দুনিয়াতে শান্তিরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিচালনার কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই উহার গুরুত্ব কম এবং উহার সঙ্গে নবীগণের বিশেষ সম্পর্কের কোন আবশ্যকও হয় না। হযরত মুছার (আঃ) নিকট ছিল শরীয়ত তথা আল্লার আদেশ-নিষেধ এবং আল্লাহকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, চরিত্র গঠন ও সংশোধন ইত্যাদির এল্‌ম—যাহার উপর মানবের সর্বাধিক কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে; উহার গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তায়ালা এই এল্‌ম প্রচারের জন্য বিশেষরূপে নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই এল্‌ম দুনিয়াতে নবী ও রসুলের নিকট অনেক বেশী থাকে এবং সেই হিসাবেই মূল ঘটনার প্রশ্নের উত্তরে মুছা (আঃ) বলিয়াছেন, সব চাইতে বড় আলেম আমি নিজেকেই মনে করি; আমার চাইতে বেশী এল্‌মওয়ালা কেহ নাই। যেহেতু উত্তরটা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয় নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার এক বন্দা আছে যাহার নিকট তোমার চাইতে বেশী এল্‌ম রহিয়াছে। যদিও উহা বিশেষ এক বিভাগের; যে বিভাগ হযরত মুছার সম্পর্কীয় নহে এবং হযরত মুছার সম্পর্কীয় বিভাগ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। হযরত মুছার উল্লিখিত উত্তরে কোন বিভাগের উল্লেখ ছিল না, বরং উত্তরটা সামগ্রিক ও ব্যাপক আকারের ছিল, সুতরাং যে কোন বিভাগের এল্‌ম দ্বারা উহার খণ্ডন যুক্তিযুক্ত। অবশ্য হযরত মুছার উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের ছিল না, কিন্তু উত্তরের বাহ্যিক আকার ও রূপটাই আপত্তিকর ছিল। এতটুকু বিচ্যুতি সাধারণতঃ আপত্তিজনক না হইলেও নবীর পক্ষে উহাকে আল্লাহ তায়ালা নাপছন্দ করিয়াছেন।

তখ্‌তা খুলিয়া ফেলিলেন। (ভাঙ্গার পর অবশ্য পুনরায় গড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তখন) মুছা (আঃ) বলিলেন, ইহারা আমাদিগকে বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়াছিল, আর আপনি তাহাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া নৌকারোহী সকলকে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! ইহা ভাল করেন নাই। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না। মুছা (আঃ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়া গিয়াছে; আশা করি এই জন্য আপনি আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না এবং আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। মুছা (আঃ) এইবার প্রকৃত পক্ষেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। এক স্থানে যাইয়া দেখেন, একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করিতেছে। খিযির (আঃ) সেই ছেলেটির মাথার খুলি উঠাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, আপনি একটি নির্দোষ ছেলেকে মারিয়া ফেলিলেন? অথচ সে কাহাকেও মারে নাই। আপনি বড়ই অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছেন। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আপনি ধৈর্য্যহারা হইবেন; এইবার একটু শক্তভাবেই বলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, তৃতীয়বার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না, তখন আমারও আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামবাসীগণকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী রাজী হইল না। তাঁহারা ঐ গ্রামে দেখিতে পাইলেন, একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। খিযির (আঃ) ঐ দেওয়ালটিকে হাতে ধরিয়া সিধা করিবার ন্যায় ইশারা করিলেন—আল্লার কুদরতে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটি সিধা হইয়া গেল। এইবার মুছা (আঃ) বলিয়া উঠিলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করিল না; সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যের জন্য তাহাদের হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। তখন খিযির (আঃ) পরিষ্কার বলিয়া দিলেন—এইবার আপনার ও আমার সঙ্গ ভঙ্গ হইল। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং যাহা দেখিয়া আপনি ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন প্রত্যেকটির রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি; শুনুন!

ঐ নৌকার ব্যাপার হইল এই যে, ঐ দেশে এক স্বৈরাচারী জালেম বাদশাহ আছে সে কোনও ভাল এবং নিখুঁত নৌকা দেখিলেই ছিনাইয়া লয়। উক্ত নৌকার মালিকগণ অত্যন্ত গরীব, তাই আমি ঐ নৌকাটিকে খুতযুক্ত দোষী করিয়া উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছি। তারপর ছেলে হত্যার রহস্য হইতেছে এই যে, ছেলেটি অনিবার্য্যরূপে কাফের হইতে চলিতেছিল, অথচ তাহার মাতা-পিতা মোমেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, এই ছেলের মমতার বন্ধন হয়ত মাতা-পিতাকেও কুফুরীর মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলিবে। তাই আমার ইচ্ছা হইল—আল্লাহ তায়ালা এই ছেলের পরিবর্তে তাহাদিগকে স্নেহের যোগ্য কোনও সুসন্তান দান করেন। আর দেওয়ালের ঘটনার রহস্য এই যে, দেওয়ালটির

মালিক দুইটি এতিম ছেলে; তাহাদের পিতা অতি নেককার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দুইটির জন্য কিছু ধন-দৌলত ঐ দেওয়ালের নীচে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল, এই সমস্তের হেফাজত করা, যেন এই এতিমদ্বয় বড় হইয়া তাহাদের ঐ প্রোথিত ধন বাহির করিতে পারে। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালারই ইঙ্গিত ছিল; আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ইহাই হইল উক্ত ঘটনাগুলির রহস্য, যাহার জন্য আপনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ মুছাকে রহম করুন! তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল হইত; তাঁহাদের আরও বহু ঘটনা আমরা শুনিতে পারিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের শিক্ষা এই যে, কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—"অধিক এল্‌ম কে রাখেন"? তবে বলিবে, "আল্লাহই তাহা ভাল জানেন।" আরও শিক্ষা এই যে, এল্‌ম হাসিল করার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশ সফরে বাহির হইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যেমন মুছা (আঃ) করিয়াছিলেন, এমনকি সঙ্কটপূর্ণ সামুদ্রিক ভ্রমণ পর্য্যন্ত সাগ্রহে কবুল করিয়াছিলেন।

আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখিত দুই সমুদ্রের মিলনস্থলটি হইল লোহিৎ সাগর যে, সিনাই উপত্যকার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি উপসাগর শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সুয়েজ উপসাগর এবং আকবা উপসাগর; উক্ত উপসাগরদ্বয়েরই মিলনস্থল যাহা লোহিত সাগরের অংশবিশেষ দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের উদ্দেশ্য ঐ উপসাগরদ্বয়ের মিলনস্থল। এই ঘটনা তথায়ই ঘটিয়াছে।

বসা আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা

৯৮। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেহ যুদ্ধ করে রাগের বশীভূত হইয়া, কেহ বা জেদের বশীভূত হইয়া। ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, আর রসুলুল্লাহ (দঃ) বসিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহার প্রতি মাথা উঠাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লার দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা—একমাত্র উহাই আল্লার রাস্তায় জেহাদ গণ্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—যদি কেহ কোন এমন এবাদতে রত থাকে যে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ঐ এবাদতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, এইরূপ স্থলে এবাদতরত ব্যক্তিকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায়। (২৩ পৃষ্ঠায় ৭২ হাদীছ)

মানুষকে এল্‌ম অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে

৯৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার এক জনশূন্য স্থানে চলিতেছিলাম; হযরতের

হাতে লাঠি স্বরূপ একখানা খেজুরের ডালা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি একদল ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তখন তাহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল, রূহ বা আত্মা কি বস্তু সে বিষয় তাঁহাকে প্রশ্ন কর। এক ব্যক্তি বলিল, তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিও না; হয়ত তিনি ঐ উত্তরই দিয়া দিবেন যাহা তোমরা পছন্দ কর না। (অর্থাৎ এমন উত্তর দিতে পারেন যদ্বারা তিনি সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, অথচ ইহা তোমরা পছন্দ কর না।) অন্য এক ব্যক্তি বলিল, প্রশ্ন করিবই। এই বলিয়া এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, হে আবুল কাসেম (দঃ)! রূহ কি বস্তু? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ থাকিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন অহী আসিবে, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বস্তুতঃ তখন অহী নাযেল হইল। অহী নাযেল হওয়ার পর হযরত (দঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔

অর্থ:—তাহারা আপনাকে রূহের বিষয় প্রশ্ন করে। আপনি বলিয়া দিন—রূহ (কোন উপকরণ-উপাদান ব্যতিরেকে শুধু) আল্লার হুকুমে সৃষ্ট একটি বিশেষ বস্তু; (বিষদ ব্যাখ্যা তোমরা অনুধাবন করিতে পারিবে না, কারণ) মানবকে এল্‌ম বা জ্ঞান অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে। (যদ্বারা উহার রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে)।

কোন মোস্তাহাব কার্য্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কায় উহা বর্জন করা

১০০। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তোমাদের বংশধর অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশগণ যদি সবেমাত্র নব মোসলেম না হইত, তবে আমি কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে তৈয়ার করিতাম। (উত্তর দিকে হাতীমরূপে) যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়াছে উহা সমেত তৈরী করিতাম এবং কা'বা ঘরের পোতা (বর্তমানের ন্যায় উঁচু না করিয়া) জমিন সমান করিয়া দিতাম এবং উহাতে দুইটি দরওয়াজা রাখিতাম; একটি প্রবেশ করার একটি বাহির হইবার। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় এই অনুযায়ীই কা'বা-ঘরকে বানাইয়াছিলেন। (কিন্তু তিনি হাজ্জাজের হাতে শহীদ হইলে পর হাজ্জাজ আবার উহাকে ভাঙ্গিয়া পূর্বের ন্যায় কোরায়েশদের নির্মাণ আকারে বানাইয়া দেয়; এখন পর্য্যন্ত ঐরূপই আছে।)

ব্যাখ্যা:—কা'বা-ঘর ভাঙ্গিয়া উহার সংস্কারের অভিপ্রায় হযরতের জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা কার্য্যকরী করিতে বিরত থাকেন। কারণ, কোরায়েশগণ তখন সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হযরতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আস্থা তখনও পর্য্যন্ত তত দৃঢ় হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি তিনি খোদার ঘর ভাঙ্গা আরম্ভ করেন তবে তাহারা হয়ত বিরূপ ভাব

পোষণ করিবে। এই আশঙ্কায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, কারণ উহা কোন ফরজ বা ওয়াজেব কাজ ছিল না। এই হাদীছের বিষয়-বস্তুর আরও বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড "বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা" পরিচ্ছেদে রহিয়াছে।

শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বলিবে

১০১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উটের উপর সওয়ার ছিলেন; মোয়া'জ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন—হে মোয়া'জ! মোয়া'জ উত্তর করিলেন—নতশিরে হাজির, ইয়া রসুলাল্লাহ! এইভাবে তিনবার ডাকিয়া তৃতীয়বারে নবী (দঃ) বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি খাঁটীভাবে আন্তরিকতার সহিত এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবে যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত মতবাদ—ইসলামই গ্রহণীয়; আমি উহা গ্রহণ করিতেছি)। অন্য কোন মা'বুদ নাই, (অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, আমি তাহা বর্জন করিতেছি) এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিশ্চয়ই আল্লার রসুল; (অর্থাৎ তাঁহার বর্ণিত সকল হুকুম-আহকাম আল্লার পক্ষ হইতেই।) সেই ব্যক্তির উপর দোযখ হারাম হইয়া যাইবে। মোয়া'জ আরজ করিলেন, এই ঘোষণা ও সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেই যেন সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে? নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করিলে সর্বসাধারণ ভরসা জন্মাইয়া বসিবে। (ভুল বুঝের বশীভূত হইয়া আমল করা ছাড়িয়া দিবে।) মোয়া'জ (রাঃ) জীবনভর এই হাদীছটি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর সময় (কয়েকজন বিজ্ঞ লোককে ডাকিয়া) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যেন হাদীছকে লুকাইয়া রাখার গোনাহ না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) এই হাদীছ সর্বসাধারণকে শুনাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—যাহারা ইহার সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবে না। কিন্তু কাহাকেও এই হাদীছ শুনাইবে না এই উদ্দেশ্য হযরতের ছিল না; নতুবা হযরত (দঃ) নিজে মো'য়াজ (রাঃ)কে শুনাইতেন না।

এল্‌ম শিক্ষায় লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া

মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণে লজ্জা বোধ করিবে অথবা অহঙ্কার বা তাকাব্বুরী করিবে সে এল্‌ম হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, মদীনার মহিলাগণ অত্যন্ত ভাল; দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ তাহাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

১০২। **হাদীছ ঃ**—উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মে-ছোলায়েম নামক এক মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া

রসুলাল্লাহ (দঃ)। আল্লাহ তায়ালা হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না; (অর্থাৎ সেরূপ আমিও লজ্জাবোধ না করিয়া একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছি—) স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হইলে গোছল ফরজ হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, (শুধু দেখিলেই হইবে না, বরং) বীর্য্য (বাহির হইয়াছে) দেখিলে গোছল করা ফরজ হইবে। উম্মে ছালামা (রাঃ) তখন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। স্ত্রীলোকদের কি স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে?* হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়; নচেৎ সন্তান মায়ের আকৃতি পায় কিরূপে? (অর্থাৎ সন্তান কোন সময় মায়ের আকৃতি পাইয়া থাকে; তদ্বারা বুঝা যায় যে, মাতৃজাতির বীর্য্যস্খলিত হওয়া স্বাভাবিক; স্বপ্নদোষে তাহাই হয়।)

লজ্জা-ক্ষেত্রে মছআলাহ অন্যের দ্বারা জানা

১০৩। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমার অত্যধিক মজি× নির্গত হইত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সেই বিষয় মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম; কেননা তিনি আমার শ্বশুর। আমি মেকদাদ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল; তখন হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেল এবং অজু করিয়া লও, গোসল করিতে হইবে না। (৪১ পৃঃ)

মছজিদে এল্‌মের চর্চা করা

১০৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কোন্ স্থান হইতে এহরাম বাঁধিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, মদীনা দিকের বাসিন্দাগণ "জোহ্‌ফা" হইতে, নজদ এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "করণ" হইতে, ইয়ামান এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "ইয়ালামলাম" হইতে।

জিজ্ঞাসিত বিষয়ের অধিক উত্তর দেওয়া

১০৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল—এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করিব? নবী (দঃ) বলিলেন, জামা পায়জামা, পাগড়ী, টুপী ব্যবহার করিতে পারিবে না; এবং কুসুম ফুলের বা জাফরানের রঙ্গীন কাপড়ও ব্যবহার করিবে না। (মোজাও ব্যবহার করিবে না, তবে) জুতা না থাকা বশতঃ চামড়ার মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উচু স্থান এবং গোছের নিম্ন ভাগে উভয় দিকের গিঁটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের সম্পূর্ণ অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

---

* পূর্বে তাঁহার স্বপ্নদোষ হয় নাই; পরে ত তিনি হযরতের (দঃ) বিবি, যাঁহারা উহা হইতে সুরক্ষিত।

× কাম স্পৃহার উত্তেজনায় লিঙ্গ দ্বারে বীর্য্য ছাড়া লালার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়—উহাই 'মজি'।

তৃতীয় অধ্যায়

অজু

অজুর বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۔

অর্থ—তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও, তখন সম্পূর্ণ মুখ-মণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত এবং দুই পা গিঁটদ্বয় পর্য্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মছেহ কর।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন—উক্ত অঙ্গগুলি ধৌত করার মাত্রা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক এক বার (সর্বনিম্ন); দুই দুই বার (উত্তম); তিন তিন বার (অতি উত্তম) দেখাইয়াছেন; তিন বারের বেশী তিনি কখনও করেন নাই। আলেমগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত এই সীমাকে লঙ্ঘন করা মকরূহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না

১০৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যাহার অজু নাই, অজু না করা পর্য্যন্ত তাহার নামায হইবে না।

অজুর ফজিলত

১০৭। হাদীছ ঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ ۔

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—আমার উম্মতগণ হাত-পা, মুখমণ্ডল উজ্জল ও নূরানী-অবস্থায় কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। অজুর ক্রিয়ায় তাহাদের ঐ অবস্থা হইবে। যে ব্যক্তি বর্দ্ধিত আকারে নূরানী হওয়ার আকাঙ্খী তাহার কর্তব্য—ঐ সব অঙ্গ ধোয়ায় (পূর্ণতার নিশ্চয়তা বিধানে) নির্দ্ধারিত সীমা অপেক্ষা অধিক ধোয়া।

নিশ্চিত অনুভূতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গে না

১০৮। হাদীছ :—আব্বাস ইবনে তমীম (রঃ) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণন করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলা হইল—কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে এরূপ অছওয়াছা (অমূলক সন্দেহ) অনুভব করে যেন তাহার অজু ভাঙ্গিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাবৎ শব্দ না শুনিবে বা দুর্গন্ধ অনুভব না করিবে (অর্থাৎ যাবৎ অজু ভঙ্গের দৃঢ় অনুভূতি না হইবে) নামায ছাড়িবে না।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে আছে—অজুর মধ্যে নানাপ্রকার অছওয়াছা বা সন্দেহ সৃষ্টিকারী এক (দল) শয়তান আছে উহার (সদস্যদের) নাম "অলাহান"।

মানুষ যে পথের পথিক হয় শয়তান ঐ পথের পথিক সাজিয়া নানাপ্রকার কুপ্ররোচনা দ্বারা তাহাকে দ্বীন হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি পরহেজগার নামাযী তাহাকে সরাসরি নামাযে বাধা দিলে সে উহা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকে। অজুর মধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহ একটার পর আর একটা সৃষ্টি করিতে থাকে, এইরূপে তাহাকে অজুর মধ্যে দীর্ঘ সূত্রিতার বেড়াজালে ফেলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই জমাত হইতে মাহরুম করিয়া দেয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইতে বঞ্চিত করে। যদি সে কোন রূপে অজু করিয়া নামায আরম্ভ করিয়া দেয় তথাপিও ঐ শয়তান তাহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় না। এই বুঝি অজু ভাঙ্গিয়া গেল—ইত্যাকার নানা সন্দেহ সৃষ্টি করিতে থাকে, যদ্দরুন সে বার বার নামায ছাড়িতে থাকে ও বার বার অজু করিতে থাকে, অজুর মধ্যে ত দীর্ঘ সূত্রিতা আছেই। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি নামাযকে একটি বড় জঞ্জাল মনে করিতে বাধ্য হয়, আরও যে কি হয় তাহা বলা যায় না। তাই এরূপ অছওয়াছা একটি মারাত্মক রোগবিশেষ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন যে, স্পষ্ট নিদর্শন ও সুনিশ্চিত অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু মনের অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইবে না।

আবু বকর সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পৌত্র প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—নামাযের মধ্যে আমার নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইতে থাকে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? তিনি বলিলেন,

তুমি কোনরূপ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নামায পড়িতে থাক। যাবৎ তুমি শয়তানকে এই বলিয়া তাড়াইয়া না দিবে যে, আমি অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ নামাযই পড়িব, তাবৎ শয়তান কিছুতেই তোমাকে ছাড়িবে না। (নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করিতেই থাকিবে, যদ্বারা জামাত, ওয়াক্ত এমনকি নামায হইতে তোমাকে মাহ্রুম ও বঞ্চিত করিয়া দিবে।)

কারণ বশতঃ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অজু করা

১০৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায দেখার জন্য তাঁহার বিবি—আমার খালা মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু অনাহার ঘরে এক রাত্রে শুইয়া রহিলাম। (ইবনে আব্বাস তখন নাবালক ছিলেন এবং মায়মুনা (রাঃ) ঋতু অবস্থায় ছিলেন।) আমি বালিশের চওড়া দিকে শুইলাম এবং নবী (দঃ) ও তাঁহার বিবি লম্বা দিকে শুইলেন। আমি ঘুমের ভান করিয়া রহিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। নবী (দঃ) এশার নামায পড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চার রাকাত নফল নামায পড়িলেন, অতঃপর বিবির সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি অর্দ্ধেক বা তার চেয়ে একটু বেশী বা কম হইল, তখন তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং বসিয়া চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি আ'ল-এম্‌রান ছুরার শেষ দিকের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। তারপর তিনি একটা লটকানো পুরানা মশক হইতে পানি লইলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ও উত্তমরূপে অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন। (ইবনে আব্বাস এ সব চুপি চুপি দেখিলেন,) তিনি বলেন, যখন দেখিলাম—নবী (দঃ) নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তখন আমিও উঠিলাম এবং নবী (দঃ) যেরূপ করিয়াছিলেন আমিও সেরূপ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নবী (দঃ) ডান হাতে আমার ডান কান ধরিয়া পেছন দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শে দাঁড় করাইলেন, কানে একটু মোচড়ও দিলেন। নবী (দঃ) দুই দুই রাকাত করিয়া ছয়বার নামায পড়িলেন এবং পরে এক রাকাত দ্বারা বেতের পড়িলেন।* তারপর তিনি শুইয়া রহিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার নাকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ফজরের ওয়াক্ত হইয়া গেল, মোয়াজ্জেন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল; তিনি উঠিয়া ছোট কেরাতে দুই রাকাত (ফজরের ছুন্নত) পড়িলেন, তারপর মসজিদে যাইয়া (ফজরের) নামায পড়িলেন নূতন অজু করিলেন না।

---

* মোসলেম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে ثم اوتر شلاث "তারপর তিন রাকাত বেতের পড়িলেন" স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সেই অনুসারে আলোচ্য হাদীছের অস্পষ্ট বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইবে—(ষষ্ঠ দুই রাকাতের) পরে এক রাকাত (কে ঐ দুই রাকাতের সঙ্গে মিলাইয়া) তিন রাকাত বেতের পড়িলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে একটি সন্দেহ দূর করিয়াছেন যে, নিদ্রার দরুন নবীগণের অজু ভঙ্গ হয় না। যেহেতু তাঁহাদের কাল্‌ব নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত থাকে, কারণ তাঁহাদের প্রতি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাকারে বস্তুতঃ অহী আসিয়া থাকে। যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনায় আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইসমাঈল (আঃ)কে কোরবানী করিতে দেখিয়া উহাকেই আল্লার নির্দেশ রূপে গ্রহণ করতঃ নিজের ছেলেকে কোরবানী করিতে উদ্যত হন। তাঁহার স্বপ্ন যদি অহী পর্য্যায়ের অকাট্য প্রমাণ পরিগণিত না হইত তবে তিনি এরূপ করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিয়া কোন একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হওয়া যায় না।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত ছুরা আল-এমরানের দশটি আয়াত এই—

(১) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى
الْاَلْبَابِ ۔ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۔ سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ۔ (২) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۔ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ اَنْصَارٍ ۝ (৩) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۔ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ ۝ (৪) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ (৫) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۔ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۔ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ

عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ (৬) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۝
(৭) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ - ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (৮) لٰكِنِ الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ -
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝ (৯) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
ثَمَنًا قَلِيْلًا - اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝
(১০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ :—[১] (এই বিশাল) ভূমণ্ডল ও (বিস্তীর্ণ) আকাশ সমূহের সৃষ্টি ও সৃষ্ট-নৈপুণ্যের মধ্যে এবং রাত্র ও দিনের গমনাগমন ও ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে (আল্লার মা'রেফাত তথা তাঁহার একত্ব, তাঁহার অসীম কুদরত ও গুণাবলীর তথ্য-জ্ঞান লাভের) বহু নিদর্শন ও প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে; খাঁটি জ্ঞানীগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। (প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানী তাহারা) যাহারা উঠা বসা, শোয়া (ইত্যাদি) সর্বাবস্থায় (তথা জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ও পালনকর্তা) আল্লাহকে স্মরণ করিয়া চলে। (অর্থাৎ সে যে প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লার দৃষ্টি-গোচরে আছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে—যে অবস্থাকে ৪৬নং হাদীছে "এহ্সান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা ও স্বীয় কর্তব্যবোধ তথা ঈমানের পরিপক্কতার উন্নতি সাধনের মানসে) জমীন ও আসমান সমূহের সৃষ্টি-রহস্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া এই সত্যকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি পূর্বক স্বীকার করিয়া লয় যে, হে আমাদের পালনকর্তা! এই বিরাট ভূ-খণ্ড ও বিস্তৃত আকাশ সমূহ তথা সমগ্র বিশ্ব জগতকে তুমি অযথা সৃষ্টি কর নাই। (আমরা যেন তোমার আজ্ঞাবহ দাস রূপে জীবন যাপন করি সেই উদ্দেশ্যে উহা আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ;) অযথা কাজ করা হইতে তুমি পাক-পবিত্র, মহান—অতি মহান। অতএব আমাদিগকে (তোমার দাস বানাইয়া) দোযখের আজাব হইতে পরিত্রাণ দান কর। [২] যাহাকে তুমি দোযখ

হইতে রক্ষা না করিবে সে চিরতরে লাঞ্ছিত হইতে বাধ্য ; (যে লাঞ্ছনাকে মানুষ পাপ করিয়া নিজেই নিজের উপর টানিয়া আনে) এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যাহারা নিজেই নিজের উপর অত্যাচারী তাহাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

[৩] হে আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তা! ঈমানের প্রতি আহ্বানকারীর (তথা আপনার কোরআন, আপনার রসুল ও নায়েবে-রসুলগণের) উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনিতে পাইলাম যে, "হে বিশ্ববাসীরা! তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তার উপর ঈমান আন" আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছি এবং আপনার প্রতি ঈমানকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। হে পালনকর্তা! আপনি আমাদের সমুদয় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন সৎলোকদের দলভুক্ত থাকিতে পারি এইরূপ তৌফিক দান করুন। [৪] হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদিগকে ঐ জিনিষ দান করুন—পয়গাম্বরগণের মারফতে আপনি যে জিনিষের আশা আমাদেরে দিয়াছেন (অর্থাৎ চির সুখময় বেহেশত) এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনি স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না। (কিন্তু আমাদের নিজেদেরই ভরসা নাই যে, আমরা আপনার ওয়াদার বস্তু বেহেশত লাভের উপযুক্ত মোমেন হইতে পারিব কি—না। তাই মনে সংশয়ের উদয় হয়, আশঙ্কা আসে এবং আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হই।)

[৫] (এইরূপে সাচ্চা দেলে যাহারা স্বীয় পালনকর্তার নিকট দোয়া করিয়া থাকে তাহাদের সেই দোয়া তিনি কবুল করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বলেন—) আমি কোনও কর্মীর কোন কর্ম ও আমলকেই বিফল যাইতে দেই না ; এ বিষয়ে প্রত্যেক নর-নারীই সমান। কারণ উভয়ই (আল্লার বন্দা হিসাবে) সম পর্য্যায়ভুক্ত। তাই যাহারা আমার রাস্তায় নানাপ্রকার কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, দেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া হিজরত বরণ করে এবং জেহাদ করে ও শাহাদত বরণ- করে তাহাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা আমি নিশ্চয় মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে বেহেশতে স্থান দান করিব, যাহার মহল সমূহ-সংলগ্নে সুশীতল নদী-নহর বহিতে থাকিবে। এসব সামগ্রী কর্ম-ফল স্বরূপ আল্লার নিকট পাওয়া যাইবে ; আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম-ফল অতি উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

[৬] তোমরা কাফেরদিগকে জাঁকজমকের সহিত শহরে শহরে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ভুল ধারণার বশবর্তী হইও না (যে, তাহারা আল্লার প্রিয়পাত্র—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপযুক্ত। তাহা কখনও নহে) [৭] এ সব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক মাত্র ; এই জীবনের পরই তাহাদের একমাত্র বাসস্থান হইবে দোযখ বা নরক এবং উহা অতিশয় কষ্ট-ক্লেশের স্থান। [৮] কিন্তু যাহারা স্বীয় পালনকর্তার ভয়-ভক্তির অধীন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে তাহাদিগকে বেহেশত দান করা হইবে—যাহার মহল সমূহের সংলগ্নে

নদী-নহর প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে বেহেশতে তাহারা আল্লার মেহমানরূপে চিরকাল বসবাস করিতে থাকিবে। নেক বান্দাদের জন্য আল্লার নিকট রক্ষিত সামগ্রী অতি উত্তম।

[৯] পূর্বের আসমানী কেতাবধারী লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং স্বীয় কেতাবের সঙ্গে মোসলমানদের প্রতি অবতারিত কেতাবের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখে এবং অন্তরে খোদার ভয়-ভীতি রাখিয়া থাকে। হীন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া আল্লার (কেতাবের) আয়াতসমূহকে বিকৃত করে না; তাহারা স্বীয় পালন-কর্তার নিকট তাহাদের কার্য্যের প্রতিদান লাভ করিবে। আল্লাহ অতি সত্বরই এই সব হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া দিবেন।

(১০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্যধারণকারী হও, (জেহাদের ময়দানে এবং দ্বীনের উপর) প্রতিযোগিতার সহিত অটল ও স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হও, (বাহ্যিক ও আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষায় তৎপর থাক* এবং আল্লার প্রতি ভয়-ভক্তি রাখ: তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

উত্তমরূপে অজু করা উচিৎ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অজুর সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ময়লা ইত্যাদি হইতে পরিষ্কার করা উত্তম ও ভালরূপে অজু করার মধ্যে শামিল।

১১০। হাদীছ:— উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হজ্জের দিন) আরাফার ময়দান হইতে যখন রওয়ানা হইলেন, রাস্তায় এক স্থানে সওয়ারী হইতে নামিয়া পাহাড়ের এক বাঁকে যাইয়া প্রস্রাব করিলেন এবং তাড়া-তাড়ি অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। আমি তাঁহাকে অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। আমি আরজ করিলাম, হুজুর নামায পড়িবেন কি? তিনি বলিলেন, নামাযের

---

* বাহ্যিক সীমান্ত রক্ষার অর্থ হইতেছে—ইসলামী রাষ্ট্র ও মোসলমানদিগকে হেফাজত ও কাফেরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য মোজাহেদরূপে সীমান্ত রক্ষাকার্য্যে যোগদান করা—ইহার বহু বহু ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে।

আন্তরিক সীমান্ত রক্ষা করার অর্থ হইতেছে—স্বীয় অন্তরকে নফ্‌ছ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে এবং কর্মজীবনকে নফ্‌ছ ও শয়তানের দখল হইতে রক্ষা করা। ইহার সহজ উপায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক হাদীছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিস্বাদময় তিক্ততার কারণসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও পূর্ণ ও উত্তমরূপে অজু করায় অভ্যস্ত হওয়া, এক নামায পড়ার পর পরবর্তী নামাযের প্রতি আকৃষ্ট ও অপেক্ষারত অবস্থায় থাকা এবং বাসস্থান হইতে মসজিদ দূরে হইলেও সর্বদা মসজিদের জমাতে শরীক হওয়া (—এইভাবে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে নিজকে আল্লার গোলামীতে নিয়োজিত রাখা) ইহাই হইল (আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা। (তিরমিজী) (ইহা দ্বারা শয়তানের আক্রমণ হইতে অন্তর সুরক্ষিত থাকিয়া দেহ রাজ্য শয়তানের তাবেদারীমুক্ত থাকিবে।)

স্থান সম্মুখে×। এই বলিয়া পুনরায় সওয়ার হইয়া চলিলেন। মোজদালেফার ময়দানে পৌঁছিয়া খুব ভালরূপে অজু করিলেন, তারপর একামত বলা হইলে মাগরেবের নামায আদায় করিলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ উট বাঁধিয়া আসিলে পুনরায় একামত বলা হইল এবং এশার নামায পড়িলেন; মধ্যভাগে কোনও নামায পড়েন নাই।

অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধৌত করিবে

১১১। **হাদীছ ঃ**—একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজু করিতে বসিলেন। এক হাতের আঁজলে পানি লইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর আবার পানি লইয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় হাত মিলাইয়া দুই হাত দ্বারা মুখ ধুইলেন। তারপর এক হাতের অঞ্জলীতে পানি লইয়া ডান হাত (কনুই পর্য্যন্ত) ধৌত করিলেন এবং বাম হাতও এইভাবে ধুইলেন। তারপর মাথা মছেহ করিয়া এক আঁজল পানি লইয়া ডান পায়ের উপর ঢালিয়া দিয়া ধৌত করিলেন এবং ঐরূপে বাম পাও ধুইলেন। সর্বশেষে বলিলেন, "আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপে অজু করিতে দেখিয়াছি।"

প্রত্যেক কাজে এমনকি স্ত্রীসহবাসের পূর্বেও বিছমিল্লাহ বলা

১১২। **হাদীছ ঃ**— ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে—*

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

এই দোয়াটি পড়িয়া লয় এবং ঐ মিলনের দ্বারা কোনও সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে শয়তান (দ্বীন ও দুনিয়ার) কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে?

১১৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পায়খানায় যাইতে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ❊

× কারণ হজ্জের সময় আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া এশার নামাযের ওয়াক্ত মোজদালেফায় পৌঁছিয়া সেখানেই মাগরেব এবং এশা উভয় নামাযই এশার ওয়াক্তে পড়িতে হয়। পথিমধ্যে মাগরেবের নামায আদায় করিলে সেই নামায শুদ্ধ হইবে না।

* দোয়াটির উচ্চারণ এই—বিছমিল্লাহে, আল্লাহুম্মা জান্নেব্ নাশ্-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্-শায়তানা মা-রাজাকতানা।

অর্থ—আল্লার নামে আরম্ভ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে যাহা দান কর উহাকেও শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

❊ দোয়াটির উচ্চারণ এই—আল্লাহুম্মা ইন্নী-আ'উজু-বিকা মিনাল্ খুব্ছে ওয়াল খাবায়েছে।

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত দুষ্কৃতিকারী (ভূত-প্রেত ইত্যাদি) হইতে এবং সমস্ত রমকের অশ্লীল অভ্যাস ও দুষ্কৃতি হইতে।